‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়’ (বুখারী)
আরবী ক্বায়েদা
২য় ভাগ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

আরবী ক্বায়েদা

২য় ভাগ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

আরবী ক্বায়েদা (২য় ভাগ)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আক্বীদা

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৭২

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০।

قواعد الحروف العربية (الجزء الثانى)

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল ঊলা ১৪৩৯ হি./মাঘ ১৪২৪ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃ.

২য় মুদ্রণ

রজব ১৪৩৯ হি./চৈত্র ১৪২৪ বাং/এপ্রিল ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

ARABI QUAIDAH (Part-2) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport Road, Rajshahi, Bangladesh. Ph. 88-0247-860861, 88-01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

যরূরী জ্ঞাতব্য সমূহ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

নতুন সংস্করণের **'আরবী ক্বায়েদা' ২য় ভাগ** প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। *আলহামদুলিল্লাহ*। এটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর জন্য **আরবী ক্বায়েদা ১ম ভাগ** ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আরবী পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মা। আরবী মানবজাতির আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা। আরবী জান্নাতের ভাষা, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ভাষা। আরবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাতৃভাষা। আরবী না জানলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই আরবী ভাষা শেখার আগে তার হরফ ও হরকত সমূহের উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্বায়েদা বা পদ্ধতি সমূহ জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নইলে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ হয় এবং তাতে কঠিন গুনাহের আশংকা থাকে। সে কারণ **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আশা করি বাজারে প্রচলিত ক্বায়েদা সমূহের সাথে অত্র ক্বায়েদার অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ সুধী পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন।

অত্র বইয়ে কোন ছবি ব্যবহার করা হয়নি। কেননা শিশু মনে কেবল আরবী বর্ণমালা রেখাপাত করুক, এটাই আমাদের কাম্য।

অত্র 'আরবী ক্বায়েদা' 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধীন মক্তব ও মাদরাসা সমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ইসলামী শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

আরবী ক্বায়েদা

[শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের নখ-চুল-দাঁতসহ পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করবেন। অতঃপর নিম্নের বিষয়গুলি মুখস্থ পড়াবেন ও শিখাবেন।]-

সূরা ফাতিহা

[সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের সারবস্তু' বলা হয়। যা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না'।[১]

আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২]	أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।[৩]	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন
(২) যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ আররহমা-নির রহীম
(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন
(৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন
(৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম

১. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২।

২. সূরা নাহল ৯৮ আয়াত।

৩. সূরা নমল ৩০ আয়াত।

Contents

(৬) এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ ⑦ ছির-ত্বল্লাযীনা আন‘আম্‌তা ‘আলাইহিম
(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ গয়রিল মাগযূবি ‘আলাইহিম ওয়া লায্‌য-ল্লীন

অতঃপর শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত দো‘আগুলি পড়বে।-

رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۝ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝

يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْنِي بِرُوحِ الْقُدُسِ- رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ-

‘রব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা’। ‘রব্বিশ্‌রহ্‌লী ছদ্‌রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্‌রী, ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী’। আল্ল-হুম্মা আইয়িদ্‌নী বেরূহিল কুদুস। রব্বি ইয়াসসির অলা তু‘আসসির ওয়া তাম্মিম বিল খয়ের’।

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর!’ (ত্বোয়াহা ১১৪)। ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও’ ও ‘আমার কাজ সহজ করে দাও’ এবং ‘আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও’। ‘যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’ (ত্বোয়াহা ২৫-২৮)। ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি কর’।[৪] ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও’।

৩. কুরআন পাঠের আদব :

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের ছহীহ তরীকায় ওযূ শিখাবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা আ‘ঊযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তেলাওয়াত শুরু করবে। এসময় এটাই মনে করবে যে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়তে যাচ্ছি। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা। যার দেওয়া মেধা ও শক্তির বলে আমি লেখাপড়া শিখতে পারছি। তিনি আমার সবকিছু শুনছেন ও দেখছেন। তিনি আমার মনের খবর রাখেন। তাই পবিত্র কুরআন হাতে নেওয়ার সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আদবগুলি মেনে চলবে।-

(১) বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করবে না’ (ইরওয়া হা/১২২)। (২) কিতাব সর্বদা সসম্মানে বুকের উপরে করে আনবে এবং রিহাল বা অনুরূপ উঁচু কোন পবিত্র বস্তুর উপরে রেখে পড়বে (আবুদাঊদ হা/৪৪৪৯)। কিতাব মেঝেতে বা বিছানায় পা বরাবর রাখবে না।[৫] (৩) গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ

৪. বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯।
৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৩১, সনদ ছহীহ।

Contents

করবে।[৬] (৪) কিতাব খোলা রেখে গল্প করবে না বা উঠে যাবেনা। কিতাব বন্ধ করতে হ'লে পড়ার স্থানে অন্য একটি কাগজ দিয়ে চিহ্ন দিবে। কখনোই কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়াবে না বা অহেতুক দাগ দিবে না (৫) ছেলেরা সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও লম্বা-ঢিলা পাজামা-পাঞ্জাবী ও মাথায় টুপী দিয়ে পড়তে বসবে। মেয়েরা মাথায় ওড়না সহ সারা দেহ ঢিলা পোষাকে নিম্নমুখী হয়ে পৃথক স্থানে পর্দার মধ্যে বসে একমনে কিতাব পড়বে (৬) দরায গলায় স্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠে থেমে থেমে ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করবে (মুযযাম্মিল ৪)। রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর'।[৭] অতএব (৭) প্রত্যেকে নিজস্ব সুরে তেলাওয়াত করবে। কোনরূপ ভান করবে না বা কৃত্রিম সুরলহরী সৃষ্টি করবে না। (৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সরবে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে ছাদাক্বা দানকারীর ন্যায়। আর নীরবে পাঠকারী গোপনে দানকারীর ন্যায়'।[৮] (৯) তেলাওয়াতের ন্যায় লেখাতেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সরলতা বজায় রাখবে। যাতে সহজে তা পাঠ করা যায়। কুরআন দিয়ে ক্যালিগ্রাফী বা চারুলিপি করা উক্ত সরলতার বিরোধী। অনেক সময় এগুলি সম্মান হানিকর হয়। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৪. মজলিস ভঙ্গের দো'আ :

পড়া শেষে বিদায়ের সময় মজলিস ভঙ্গের নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে।-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْـهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ-

'সুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক'। অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।[৯] শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দো'আটি নিজেরা পাঠ করবেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক উচ্চারণের সাথে পাঠ করাবেন।

৫. কুরআন শিক্ষার ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (১) 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়'।[১০] (২) তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করল, সে একটি নেকী পেল। আর প্রত্যেক নেকীর ছওয়াব হ'ল তার দশ গুণ (আন'আম ১৬০)। আমি বলি না যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ ও মীম একটি

---

৬. বুখারী হা/৭৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৬৭; মিশকাত হা/২১৯০।
৭. দারেমী হা/৩৬০১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০৮,২১৯৯।
৮. আবুদাঊদ হা/১৩৩৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০২।
৯. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩।
১০. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯।

হরফ'।[১১] অতএব ছওয়াবের নিয়তে 'আলিফ-লাম-মীম' পাঠ করলে সে ৩×১০=৩০টি নেকী পাবে। (৩) তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন শিখে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে'।[১২]

৬. কুরআনের হাফেয এবং তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের উচ্চ মর্যাদা :

আল্লাহ কুরআন ও হাদীছের হেফাযত করেছেন হাফেযগণের স্মৃতির মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ৯)*। আর কুরআন হেফাযতের প্রথম দায়িত্ব হ'ল কুরআনের হাফেযগণের। তাই হাফেযগণের দায়িত্ব ও মর্যাদা দু'টিই সর্বাধিক।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তার হাফেয (وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ) হয় (এবং সে অনুযায়ী আমল করে), সে (ক্বিয়ামতের দিন) সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাগণের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও (ভুলে যাওয়া থেকে) হেফাযত করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে' (বুখারী হা/৪৯৩৭)।

(২) তিনি বলেন, কুরআনের হাফেযকে (ক্বিয়ামতের দিন) বলা হবে, তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তারতীলের সাথে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তর হ'ল তোমার পঠিত সর্বশেষ আয়াতের নিকটে'।[১৩]

(৩) তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন এসে হাফেযকে বলবে, তুমি আমাকে চেন? সে বলবে, তুমি কে? কুরআন বলবে, আমি তোমার দোস্ত, তোমার সাথী, তোমার বন্ধু। আমি তোমাকে রাত্রি জাগরণ করিয়েছি ও দিনের বেলায় কষ্ট করিয়েছি। আমি তোমার সঙ্গে যেতাম, যেখানে তুমি যেতে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের ফল পেয়ে থাকে। আজ আমি তোমর জন্য সকল ব্যবসায়ীর ঊর্ধ্বে। অতঃপর তার ডান হাতে রাজত্ব ও বাম হাতে স্থায়ীত্ব প্রদান করা হবে। অতঃপর তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে এবং বলা হবে, যাও চিরস্থায়ী অনুগ্রহরাজির মধ্যে। অতঃপর তার পিতা-মাতাকে সর্বোত্তম দু'জোড়া পোষাক পরানো হবে, যা তারা দুনিয়াতে পায়নি। তখন তারা বলবে, এটা কি? আমরা তো এর যোগ্য কোন সৎকর্ম করিনি? জবাবে আল্লাহ বলবেন, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিক্ষাদানের কারণে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের সন্তানের কুরআন মুখস্থ করার কারণে। অতঃপর হাফেযকে বলা হবে, তুমি তারতীলের সাথে পাঠ করতে থাক ও উপরে উঠতে থাক। অতঃপর সে যতদূর পাঠ করবে, তত ঊচ্চে তার মর্যাদার স্থান হবে'।[১৪] যে সকল অভিভাবক অন্যের সন্তানকে হাফেয করান, তারাও ইনশাআল্লাহ উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবেন।

---

১১. তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭।

১২. বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২।

১৩. তিরমিযী হা/২৯১৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২১৩৪।

১৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০১৪; ছহীহাহ হা/২৮২৯।

যেভাবে নিজের বা অন্যের ইয়াতীম সন্তানের অভিভাবক জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকবে।[১৫]

৭. কুরআন ভুলে যাওয়া থেকে সাবধান !

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআনের হাফেযের তুলনা রশিতে বাঁধা উটের ন্যায়। একটু উদাসীন হ'লেই উট পালিয়ে যায়'।[১৬] অতএব দৈনিক নিয়মিত কমপক্ষে দু'পারা তেলাওয়াতের মাধ্যমে হেফয ঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া ওঠায়-বসায় সর্বদা যবান দিয়ে যাতে কুরআনের বাণী উচ্চারিত হয়, সেজন্য কুরআনের তাফসীর জানা আবশ্যক। বিশেষ করে মুখস্থ সূরাগুলির তাফসীর অবশ্যই জানতে হবে।

৮. কুরআন শিক্ষা কোর্স :

পড়ানো ও লেখানোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কুরআনের প্রাথমিক শিক্ষা হয় মক্তবে। মক্তব (اَلْمَكْتَبُ) অর্থ 'লেখার স্থান'। এই নাম দেখে বুঝা যায় যে, এক সময় এদেশে পড়ানো ও লেখানোর মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হ'ত। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মক্তবে কুরআন বা আরবী লেখানোর ব্যবস্থা নেই। সেদিকে বিবেচনা করেই আমরা 'আরবী ক্বায়েদা'তে আরবী লিখন পদ্ধতি যোগ করেছি। কেননা লেখা স্থায়ী, আর স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী। সেকারণ প্রশ্নোত্তর ও অনুশীলনীর মাধ্যমে পড়া ও লেখা দু'ভাবেই শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে বিষয়টি ভালভাবে ধারণের ব্যবস্থা করেছি। যাতে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী সঠিকভাবে পড়া ও লেখার মাধ্যমে কুরআন ও আরবী শিক্ষাদান সম্ভব হয়। কেননা শুরুতে ভুল পড়লে বা ভুল লিখলে সারা জীবন ঐ ভুলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। আর এজন্য দায়ী হবেন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। সাথে সাথে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটানো শিক্ষক ও গুরুজনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা তারবিয়াহ ও তাযকিয়াহ (اَلتَّرْبِيَةُ وَالتَّزْكِيَةُ) তথা পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধিতাই হ'ল সমাজ সংশোধন ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন কুরআন শিক্ষা কোর্স' উক্ত লক্ষ্যে নিবেদিত।

---

১৫. বুখারী হা/৫৩০৪, ৬০০৪; মিশকাত হা/৪৯৫২'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়, 'সৃষ্টির উপর দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।

১৬. বুখারী হা/৫০৩১; মুসলিম হা/৭৮৯; মিশকাত হা/২১৮৯।

আরবী বর্ণমালা (اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ) :

আরবী বর্ণমালা ২৯টি। যা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। হরফের ডানে এক দাগে এক আলিফ ও তিন দাগে তিন আলিফ টেনে পড়বে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রতিটি হরফ অন্ততঃ ১০ বার করে মাশ্‌ক্ব করাবেন ও লিখাবেন। যাতে শিক্ষার্থীর উচ্চারণ ও হস্তাক্ষর সুন্দর হয়। লেখার সময় বিশেষ করে হরফের শশার দিকে খেয়াল রাখবেন। উল্লেখ্য যে, ফারসী বা উর্দূ বর্ণমালায় বে, তে, ছে বলা হয়। কিন্তু আরবী বর্ণমালায় বা, তা, ছা বলা হয়ে থাকে।

د দা---ল دَاْلْ	خ খ- خَا	ح হা-হায়ে হুত্ত্বি حَا	ج জী---ম جِيْمْ	ث ছা- ثَا	ت তা- تَا	ب বা- بَا	ا আলিফ اَلِفْ
ط ত্ব- طَا	ض য---দ ضَاْدْ	ص ছ---দ صَاْدْ	ش শী---ন شِيْنْ	س সী---ন سِيْنْ	ز ঝা- زَا	ر র- رَا	ذ যা---ল ذَاْلْ
م মী---ম مِيْمْ	ل লা---ম لَاْمْ	ك ছোট কা---ফ كَاْفْ	ق বড় ক্ব---ফ قَاْفْ	ف ফা- فَا	غ গঈ---ন غَيْنْ	ع ‘আঈ---ন عَيْنْ	ظ য- ظَا
		ي ইয়া- মা‘রূফ ے ইয়া- মাজহূল يَا	ء হামযাহ هَمْزَةْ	ه ھ ـه হা- হায়ে হাউয়ায هَا	و ওয়া---ও وَاوْ	ن নূ---ন نُوْنْ

পড়ার নিয়ম : আলিফ খালি বা-এর নীচে এক নুকতা, তা-এর উপর দু’নুকতা, ছা-এর উপর তিন নুকতা, জীমের নীচে এক নুকতা, হা খালি খ-এর উপর এক নুকতা, দাল খালি যাল-এর উপর এক নুকতা, র- খালি ঝা-এর উপর এক নুকতা, সীন খালি শীন-এর উপর তিন নুকতা, ছ-দ খালি য-দ-এর উপর এক নুকতা, ত্ব- খালি য-এর উপর এক নুকতা, ‘আঈন খালি গঈন-এর উপর এক নুকতা, ফা-এর উপর এক নুকতা, বড় ক্ব-ফ-এর উপর দু’নুকতা, ছোট কাফ, লাম ও মীম খালি নূন-এর উপর এক নুকতা, ওয়াও, হা ও হামযা খালি ইয়া-র নীচে দু’নুকতা।

অনুশীলনী :

د ج ع ب ز ش غ خ ق ء

ح س ر ن ل هـ ف ص ك ظ

ي و ه ث ا ذ ت م ط ض

মাশ্ক্ব :

আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ শিখানোর সময় শিক্ষার্থীকে দরায গলায় কমপক্ষে ১০ বার করে প্রতিটি হরফ নিম্নোক্ত নিয়মে মাশ্ক্ব করাবেন।-

(১) ا (আলিফ) ও ء (হামযায়) কোন টান হবে না।

(২) ১২টি হরফের উচ্চারণে এক আলিফ টান হবে।- ب ت ث ح خ ر ز ط ظ ف ه ي যেমন বা, তা, ছা, হা ইত্যাদি। এক আলিফ সমান একটি স্বাভাবিক শ্বাস।

(৩) ১৫টি হরফের উচ্চারণে তিন আলিফ টান হবে।- ج د ذ س ش ص ض ع غ ق ك ل م ن و যেমন জী---ম, দা---ল, যা---ল ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানে ও বাড়ীতে বোর্ডে বা স্লেটে হরফগুলি শিক্ষার্থীকে সুন্দরভাবে লিখতে উৎসাহিত করুন ও হাতে-কলমে শিক্ষা দিন।

প্রশ্নমালা-১

(১) আরবী বর্ণমালা কতটি ও কি কি? বিশুদ্ধ উচ্চারণে বল/লেখ।

(২) কয়টি হরফে এক আলিফ টানতে হয়? হরফগুলি কি কি? বল/লেখ।

(৩) কয়টি হরফে তিন আলিফ টানতে হয়? হরফগুলি কি কি? বল/লেখ।

Contents

সবক-২
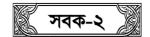
মাখরাজ সমূহ (مَخَارِجُ الْحُرُوْفِ) :

'মাখরাজ' অর্থ উচ্চারণস্থল। আরবী হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য 'মাখরাজ' জানা আবশ্যক। হরফগুলি মুখের ভিতরের ৫টি স্থান হ'তে বের হয় : কণ্ঠনালী, জিহ্বা, ঠোঁট, মুখ গহ্বর ও নাকের বাঁশি। মাখরাজের সাথে 'ছিফাত' জানা প্রয়োজন। হরফের ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণভঙ্গিকে 'ছিফাত' বলে। যা সঠিক না হ'লে ক্বিরাআত সঠিক হয় না। আরবী বর্ণমালার মাখরাজ সংখ্যা প্রসিদ্ধ মতে ১৭টি।-

(১) و (ওয়াও), ا (আলিফ), ي (ইয়া) এ তিনটি হরফ মুখ গহ্বর হ'তে বাতাসের সাথে উচ্চারিত হয়। এগুলিকে 'মাদ্দের হরফ' বলে। যা অন্য হরফের সাথে মিললে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন بَا بُوْ بِيْ। এগুলিকে 'হুরূফে ইল্লাত' বা স্বরবর্ণ বলা হয়। বাকী সকল হরফকে 'হুরূফে ছহীহাহ' বা ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়।

স্বরবর্ণের উদাহরণ :

فَاسْتَوٰى	اَلْقُوٰى	إِيَّاهُ	لَأَوَّاهٌ	وُوْرِيَ	أُوْحِـيَ	نُوْحِيْهَا	فَاْوٰى	اَحْيَا

ব্যঞ্জনবর্ণের উদাহরণ :

رَاضِيَةٌ	عِيْشَةٌ	سِيْرُوْا	جِيْفٌ	رِيْحٌ	زُوْرٌ	حُوْرٌ	تَابُوْا	بَاءُوْا

(২) ء (হামযাহ) ও ه (হায়ে হাউয়ায) বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব বা কণ্ঠনালীর শুরু থেকে উচ্চারিত হয়। মাখরাজের উচ্চারণের জন্য প্রথমে হরকতযুক্ত আলিফ দিয়ে শুরু করা কর্তব্য। কেননা হরকত ও সাকিন দিয়েই হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন- اَ اِ اُ، اَءْ اِءْ اُءْ- هَ هِ هُ، اَهْ اِهْ اُهْ-

উদাহরণ সমূহ :

قَوْلُهُمْ	بِإِذْنِهِ	اَهْلَكْنَا	هَاأَنْتُمْ	تَأْخُذُهُ	اَلْآنَ	أُوْتُمِنَ	أَإِلٰهٌ	أَأَنْتُمْ

(৩) ع ('আঈন) ও ح (হায়ে হুত্ত্বি) বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব-এর মধ্যস্থল হ'তে উচ্চারিত হয়।

যেমন- عَ عِ عُ، اَعْ اِعْ اُعْ- حَ حِ حُ، اَحْ اِحْ اُحْ

Contents

عَلِمَ	عِنْدَكُمْ	عُثِرَ	أَعْلَمُ	إِعْمَلُوْا	أُعْبُدُوا	حَمَلَ	حِجَابٌ	أَحْمَدُ

(৪) غ (গঈন) ও خ (খ) বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব-এর শেষভাগ হ'তে উচ্চারিত হয়।

যেমন- غَ غِ غُ- اَغْ اِغْ اُغْ؛ خَ خِ خُ- اَخْ اِخْ اُخْ

غَيْبٌ	غِشَاوَةٌ	غُلْفٌ	أَغْوَيْنَا	إِغْتَرَفَ	يُغْلَبُ	خَلَقَ	خِزْيٌ	أَخْرَجَ

ء هـ ح خ ع غ এই ছয়টি হরফকে একত্রে 'হুরূফে হাল্ক্বী' বা কণ্ঠনালীর হরফ বলা হয়। কারণ এগুলি হালক্ব অর্থাৎ কণ্ঠনালীর বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যা ২, ৩ ও ৪ নং মাখরাজগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

(৫) ق (বড় ক্ব-ফ) বর্ণটি জিহ্বা মূল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে কাক-এর আওয়াযের ন্যায় মোটা শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- قَ قِ قُ- اَقْ اِقْ اُقْ-

উদাহরণ সমূহ :	أُقْنُتِيْ	إِقْتَرَبَ	أَقْبِلْ	قُوْلُوْا	قِيْلَ	قَالُوْا

(৬) ك (ছোট কাফ) বর্ণটি জিহ্বা মূলের একটু পরে ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে চিকন শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- كَ كِ كُ- اَكْ اِكْ اُكْ

উদাহরণ সমূহ :	أُكْتُبُوْا	إِكْتَالُوْا	أَكْرَمَ	كُتِبَ	كِذْبٌ	كَسَبَ

(৭) ج (জীম), ش (শীন) ও يَ (হরকতযুক্ত ইয়া) এই তিনটি বর্ণ জিহ্বার মধ্যস্থল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন-

جَ جِ جُ- اَجْ اِجْ اُجْ؛ شَ شِ شُ- اَشْ اِشْ اُشْ؛ يَ يِ يُ- اَيْ اِيْ اُيْ

جَهْلٌ	جِلْبَابٌ	جُعِلَ	أَجْرٌ	شَرَعَ	أَشْرَكَ	يَرْزُقُ	يُؤْمِنُ	أَيْمَانٌ

(৮) ض (য-দ) বর্ণটি জিহ্বার গোড়ার কিনারা ও ঐ বরাবর উপরের দন্তমাড়ির সাথে লাগিয়ে কষ্টকরভাবে উচ্চারিত হয়। এই বর্ণটির উচ্চারণধ্বনি 'য-' (ظ)-এর অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু 'দাল'-এর সাথে আদৌ যুক্ত নয়। যেমন ضَ ضِ ضُ- اَضْ اِضْ اُضْ-

Contents

উদাহরণ সমূহ :	حَوْضٌ	وُضُوْءٌ	ضِيَاءٌ	ضَوْءٌ	إِضْرِبْ	ضُرِبَ	ضِعْفٌ	ضَحِكَ

(৯) ل (লাম) বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়।

যেমন- لَ لِ لُ- اَلْ اِلْ اُلْ

উদাহরণ সমূহ :	جَبَلٌ	أُلْبِسَ	إِلْتَمَسَ	أَلْقَى	لُمَزَةٍ	لِرَبِّكَ	لَعِبَ

(১০) ن (নূন) বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে 'নাকি' সুরে উচ্চারিত হয়।

যেমন- نَ نِ نُ- اَنْ اِنْ اُنْ

উদাহরণ সমূহ :	حُسْنٌ	أُنْزِلَ	إِنْشَاءً	أَنْهَاكُمْ	نُرِىَ	نِحْلَةٌ	نَظْرَةٌ

(১১) ر (র-) বর্ণটি জিহ্বার ডগা ও ঐ বরাবর উপরের দন্ততালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- رَ رِ رُ- اَرْ اِرْ اُرْ 'র-' যবর বা পেশযুক্ত হ'লে সর্বদা 'পোর' বা মোটা করে (র) পড়তে হয়। যেমন- رُسُلٌ ، رَجُلٌ ، رَبٌّ এবং যেরযুক্ত হ'লে 'বারীক' বা চিকনভাবে (রা) পড়তে হয়। যেমন- رِبْحٌ، رِجْلٌ، رِجْسٌ

(১২) ط (ত্ব-), د (দাল) ও ت (তা) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। 'ত্ব'-এর উচ্চারণ মোটা এবং 'তা' এর উচ্চারণ পাতলা হয়ে থাকে। যেমন-

طَ طِ طُ- اَطْ اِطْ اُطْ؛ دَ دِ دُ- اَدْ اِدْ اُدْ؛ تَ تِ تُ- اَتْ اِتْ اُتْ

উদাহরণ সমূহ :

طَرَدْتَ	تِلْكَ	تَرَكَ	أُدْخُلْ	دَخَلَ	اَطْيَبُ	طُهُوْرٌ	طِفْلٌ	طَالِبٌ

(১৩) ظ (য-), ذ (যাল) ও ث (ছা) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়। উল্লেখ্য যে, ظ হরফের উচ্চারণ মোটা এবং ذ ও ث হরফের উচ্চারণপাতলা।

যেমন- ظَ ظِ ظُ-اَظْ اِظْ اُظْ؛ ذَ ذِ ذُ- اَذْ اِذْ اُذْ؛ ثَ ثِ ثُ- اَثْ اِثْ اُثْ

উদাহরণ সমূহ :

اَثْقَالًا	ثِقَالًا	ثَوْبٌ	أُذْكُرْ	ذِكْرٌ	ذَرْعٌ	أَظْفَارٌ	ظُهُوْرٌ	ظَبْىٌ

(১৪) ص (ছ-দ), ز (ঝা) ও س (সীন) বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ, নীচের সম্মুখ দাঁতের কিনারা এবং উপরের দন্ততালু মিলিয়ে শব্দ করে উচ্চারিত হয়। যেমন-

صَ صِ صُ- اَصْ اِصْ اُصْ؛ زَ زِ زُ- اَزْ اِزْ اُزْ؛ سَ سِ سُ- اَسْ اِسْ اُسْ -

جَرَسٌ	اِسْمَعُوْا	أَسْأَلُكُمْ	سَمْعٌ	أَزْوَاجٌ	زَجْرٌ	إِصْبِرْ	صِقَالٌ	صَوْتٌ

(১৫) ف (ফা) বর্ণটি নীচের ঠোঁটের মধ্যস্থল ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগ মিলিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন-فَ فِ فُ- اَفْ اِفْ اُفْ

উদাহরণ সমূহ :	خَلَفٌ	سَلَفٌ	فُرْصَةٌ	فِعْلٌ	فَلَقٌ

(১৬) ب (বা), م (মীম), وَ (হরকতযুক্ত ওয়াও) এই তিনটি বর্ণ দুই ঠোঁটের মিলনে উচ্চারিত হয়। তবে ‘বা’ দুই ঠোঁটের ভিজা স্থান হ’তে, ‘মীম’ শুকনা স্থান হ’তে এবং হরকতযুক্ত ওয়াও দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান হ’তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

بَ بِ بُ- اَبْ اِبْ اُبْ؛ مَ مِ مُ- اَمْ اِمْ اُمْ؛ وَ وِ وُ- اَوْ اِوْ اُوْ

উদাহরণ সমূহ :

وَمَا كَسَبَ	وِجْهَةٌ	وَجَبَ	مِلْحٌ	مَنَعَ	أَبْشِرُوْا	بُكْمٌ	بِكْرٌ	بَابٌ

(১৭) نّ ও مّ (মীম ও নূনে মুশাদ্দাদ) বা তাশদীদযুক্ত মীম ও নূন-এর মাখরাজ হ’ল নাকের বাঁশি বা ‘খায়শূম’। যা গুন্নাহ বা ‘নাকি’ সুরে উচ্চারিত হয়। যেমন- اَمَّ اِمَّ اُمَّ؛ اَنَّ اِنَّ اُنَّ

উদাহরণ সমূহ :	لَتُنَبَّؤُنَّ	لِيَطْمَئِنَّ	لَيُبَطِّئَنَّ	ثُمَّ	مِمَّا	أَمَّا

বিঃ দ্রঃ মাখরাজ অনুযায়ী প্রতিটি হরফ কমপক্ষে ১০ বার সরবে সঠিকভাবে মাশ্‌ক্ব করাবেন।

Contents

প্রশ্নমালা-২

(১) মাখরাজ অর্থ কি? উহা মুখ গহ্বরের কয়টি ও কোন কোন স্থান হ'তে বের হয়?

(২) ছিফাত অর্থ কি? উহা জানার প্রয়োজন কেন?

(৩) আরবী বর্ণমালার মাখরাজ সংখ্যা কত? যেকোন একটি মাখরাজ উদাহরণ সহ বল।

(৪) হুরূফে ইল্লাত কয়টি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৫) ض বর্ণটির মাখরাজ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দাও।

(৬) ر বর্ণটির মাখরাজ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দাও।

হরফসমূহের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْحُرُوْفِ) :

আরবী হরফ সমূহ প্রধানতঃ তিন প্রকারের। যা নিম্নে বর্ণিত হ'ল।-

১. অন্য হরফের সাথে যুক্ত হওয়া বা পৃথক থাকার হিসাবে আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। মুফরাদ ও মুরাক্কাব।

(ক) **মুফরাদ** অর্থ একক। যা অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয় না। যা ৭টি : ا د ذ ر ز و ء যেমন- اَبٌّ، دَمٌّ

(খ) **মুরাক্কাব** অর্থ যুক্তাক্ষর। যা মুফরাদ হরফগুলি বাদে বাকী ২২টি হরফ। যা অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-بَا بَبْ كَبْ بَسْ ইত্যাদি। এগুলি ডাইনের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে লিখতে হয়। লেখার সময় যুক্তাক্ষরগুলির ডাইনের মাথা দেখে চিনতে হয়।

২. মোটা বা চিকনভাবে উচ্চারণের দিক দিয়ে আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ ও হুরূফে মুস্তাফিলাহ।

(ক) হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ : যে সকল হরফ উচ্চারণ করতে জিহ্বা উপরের দিকে ওঠে, সেই সকল হরফকে 'হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ' বলে। মুস্তা'লিয়াহ হরফগুলি সর্বদা 'পোর' হয়ে থাকে। যা মোটা উচ্চারণে পড়তে হয়। এগুলি ৭টি : خ ص ض ط ظ غ ق এগুলিকে একত্রে خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ (খুছ্ছা যাগত্বিন ক্বিয) বলা হয়। যেমন خَرَجَ، غَرَقَ

(খ) হুরূফে মুস্তাফিলাহ : যে সকল হরফ উচ্চারণ করতে জিহ্বা নিম্নের দিকে পতিত হয়, সে সকল হরফকে 'হুরূফে মুস্তাফিলাহ' বলা হয়। যা সর্বদা বারীক হয়ে থাকে এবং চিকন বা পাতলা উচ্চারণে পড়তে হয়। এগুলি ২২টি :

بَكَرَ، تَلَعَ যেমন ا ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه ء ي

৩. শব্দের মধ্যে আলিফ ও লাম উচ্চারণের হিসাবে আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। হুরূফে শামসী বা সূর্যবর্ণ এবং হুরূফে ক্বামারী বা চন্দ্রবর্ণ। 'শামসী' ঐ হরফ সমূহকে বলা হয়, যার পূর্বে আলিফ ও লাম (ال) আসলে লাম উচ্চারিত হয় না এবং পরের হরফ মুশাদ্দাদ বা তাশদীদযুক্ত হয়। এতে 'লাম' লিখিত হয়, কিন্তু পঠিত হয় না। যেমন- اَلشَّمْسُ (সূর্য), اَلرَّجُلُ (পুরুষ), اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী)।

হুরূফে শামসী ১৪টি: ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن।

(খ) 'হুরূফে ক্বামারী' ঐ হরফ সমূহকে বলা হয়, যার পূর্বে আলিফ ও লাম (ال) আসলে লাম উচ্চারিত হয়। যেমন- اَلْقَمَرُ (চন্দ্র), اَلْمَرْأَةُ (নারী), اَلْجَبَلُ (পাহাড়)।

হুরূফে ক্বামারী ১৪টি : ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي

প্রশ্নমালা-৩

(১) আরবী বর্ণমালায় মুফরাদ ও মুরাক্কাব হরফ কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।

(২) হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ কাকে বলে? এগুলি কয়টি ও কি কি? বল/লেখ। এগুলিকে একত্রে কি বলা হয়?

(৩) হুরূফে মুস্তাফিলাহ কাকে বলে? এগুলি কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।

(৪) হুরূফে শামসী কাকে বলে? এগুলি কয়টি ও কি কি? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৫) হুরূফে ক্বামারী কাকে বলে? এগুলি কয়টি ও কি কি? উদাহরণসহ বল/লেখ।

Contents

সবক-৪

পড়া ও লেখার নিয়ম (طَرِيْقَةُ الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ) :

বাংলা ও ইংরেজী শব্দ বাম দিক থেকে এবং আরবী, উর্দূ ও ফার্সী শব্দ ডান দিক থেকে পড়তে ও লিখতে হয়। আরবী হরফে হরকত দিতে হয়। কিন্তু উর্দূ ও ফারসীতে হরকত লাগে না। যেমন-

বাংলা	ইংরেজী	আরবী	উর্দূ ও ফারসী
বই	Book	كِتَابٌ	کتاب
কলম	Pen	قَلَمٌ	قلم
শিক্ষক	Teacher	أُسْتَاذٌ	استاد
ছাত্র	Student	تِلْمِيْذٌ	شاگرد

(ক) নুকতা (النُّكْتَةُ) অর্থ বিন্দু বা ফোঁটা। আরবী বর্ণমালায় নুকতাওয়ালা হরফ ১৫টি :

ب ت ث ج خ ذ ز ش ض ظ غ ف ق ن ي

(খ) দু'নুকতাওয়ালা হরফ ৩টি : ت ق ي

(গ) তিন নুকতাওয়ালা হরফ ২টি : ث ش

(ঘ) নুকতাবিহীন হরফ ১৪টি : ا ح د ر س ص ط ع ك ل م و ه ء

আল্লাহ (اللهُ), আদম (اٰدَمُ), হাওয়া (حَوَّاءُ), মুহাম্মাদ (مُحَمَّدٌ), আহমাদ (اَحْمَدُ) এবং কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ)-তে কোন নুকতা নেই। এর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। যে বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নমালা-৪

(১) আরবী ও বাংলা শব্দ পড়ার ও লেখার নিয়মগুলি উদাহরণসহ বল/লেখ।

(২) নুকতা অর্থ কি? আরবী বর্ণমালায় নুকতাওয়ালা হরফ কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।

(৩) নুকতাবিহীন হরফ কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।

(৪) দু'নুকতাওয়ালা হরফ কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।

(৫) তিন নুকতাওয়ালা হরফ কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।
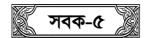
সবক-৫

আরবী হরফ সমূহের লিখন পদ্ধতির নমুনা (نَمُوْذَجُ أَسَالِيْبِ الْكِتَابَةِ لِلْحُرُوْفِ الْعَرَبِيَّةِ) :

অধিকাংশ শিক্ষার্থী আরবী লেখার সময় শশা ও নুকতায় ভুল করে। অতএব শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিম্নে বর্ণিত লিখন পদ্ধতি অনুসারে শব্দগুলি বোর্ডে বা স্লেটে হাতে-কলমে লিখাবেন ও শিখাবেন এবং শিক্ষার্থীর হস্তাক্ষর সুন্দর করার চেষ্টা করবেন। সেই সাথে তাদের হোমওয়ার্ক দিবেন।-

শুরুতে, মাঝে ও শেষে আরবী হরফ সমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ উদাহরণ সহ :

শেষে	মাঝে	শুরুতে	পূর্ণ হরফ		শেষে	মাঝে	শুরুতে	পূর্ণ হরফ
ـب لَعِبٌ (খেলা)	ـبـ لَبْسٌ (সন্দেহ)	بـ بَدْرٌ (পূর্ণচন্দ্র)	ب		ـا كَمَا (যেমন)	ـا بَابٌ (দরজা)	ا أَهْلٌ (পরিবার)	ا
ـث بَحْثٌ (আলোচনা)	ـثـ كَثُرَ (বেশী হওয়া)	ثـ ثَوْبٌ (কাপড়)	ث		ـت زَيْتٌ (তৈল)	ـتـ فَتْحٌ (বিজয়)	تـ تَمْرٌ (খেজুর)	ت
ـح مِلْحٌ (লবণ)	ـحـ بَحْرٌ (সমুদ্র)	حـ حَبْلٌ (রশি)	ح		ـج حَجٌّ (হজ্জ)	ـجـ حَجَرٌ (পাথর)	جـ جَزْمٌ (সংকল্প)	ج
ـد عِيْدٌ (খুশী)	ـد قَدْرٌ (পরিমাণ)	د دِيْنٌ (ধর্ম)	د		ـخ طَبْخٌ (রান্না করা)	ـخـ بُخْلٌ (কৃপণতা)	خـ خُبْزٌ (রুটি)	خ
ـر صَبْرٌ (ধৈর্য্য)	ـر قَرْنٌ (শিং)	ر رِجْلٌ (পা)	ر		ـذ لَذِيْذٌ (সুস্বাদু)	ـذ حَذْفٌ (বিলোপ)	ذ ذَبْحٌ (যবহ করা)	ذ

Contents

ـس نَجَسٌ (নাপাক)	ـسـ جَسَدٌ (দেহ)	سـ سَلَفٌ (পূর্ববর্তী)	س		ـز عَزِيْزٌ (প্রিয়)	ـز عَزْمٌ (সংকল্প)	ز زَهْرٌ (ফুল)	ز
ـص شَخْصٌ (ব্যক্তি)	ـصـ عَصْرٌ (কাল)	صـ صَبِيٌّ (শিশু)	ص		ـش كَبْشٌ (ভেড়া)	ـشـ حَشْرٌ (জমায়েত হওয়া)	شـ شَجَرٌ (বৃক্ষ)	ش
ـط خَيْطٌ (সূতা)	ـطـ بَطَلٌ (সাহসী)	طـ طَيْرٌ (পাখি)	ط		ـض بَعْضٌ (কিছু)	ـضـ فَضْلٌ (অনুগ্রহ)	ضـ ضَرْبٌ (প্রহার)	ض
ـع سَمْعٌ (কর্ণ)	ـعـ كَعْبٌ (টাখনু)	عـ عَيْنٌ (চক্ষু)	ع		ـظ حَظٌّ (অংশ)	ـظـ عَظْمٌ (হাড়)	ظ ظَرْفٌ (পাত্র)	ظ
ـف خُفٌّ (মোযা)	ـفـ طِفْلٌ (শিশু)	فـ فَخْرٌ (গর্ব)	ف		ـغ زَيْغٌ (বক্রতা)	ـغـ بُغْضٌ (বিদ্বেষ)	غـ غَيْظٌ (ক্রোধ)	غ
ـك فَلَكٌ (আকাশ)	ـكـ حُكْمٌ (আদেশ)	كـ كِتَابٌ (বই)	ك		ـق فَلَقٌ (প্রভাত)	ـقـ نَقْدٌ (মুদ্রা)	قـ قَلَمٌ (কলম)	ق
ـم سِلْمٌ (শান্তি)	ـمـ جَمْعٌ (দল)	مـ مَثَلٌ (দৃষ্টান্ত)	م		ـل لَيْلٌ (রাত্রি)	ـلـ قَلْبٌ (হৃদয়)	لـ لَحْمٌ (গোশত)	ل
ـو عَفْوٌ (মার্জনা)	ـو فَوْزٌ (সফলতা)	و وَقْتٌ (সময়)	و		ـن دَيْنٌ (ঋণ)	ـنـ بِنْتٌ (কন্যা)	نـ نُوْرٌ (জ্যোতি)	ن

ـئ/ء مَرْءٌ (পুরুষ)	ـئـ بِئْرٌ (কূয়া)	ئـ أَدَبٌ (ভদ্রতা)	ء		ـه شَفْهٌ (ঠোঁট)	ـهـ سَهْلٌ (সহজ)	هـ هَدَفٌ (লক্ষ্য)	ه
					ـى حَيٌّ (জীবিত)	ـيـ بَيْتٌ (বাড়ী)	يـ يَوْمٌ (দিন)	ي

শব্দসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে ও লিখনপদ্ধতি অনুসারে :

فَ تَ حَ = فَتَحَ সে খুলেছে	سَ مِ عَ = سَمِعَ সে শুনেছে	ضَ رَ بَ = ضَرَبَ সে মেরেছে
خَ رَ جَ = خَرَجَ সে বের হয়েছে	كَ تَ بَ = كَتَبَ সে লিখেছে	فَ عَ لَ = فَعَلَ সে করেছে
نَ صَ رَ = نَصَرَ সে সাহায্য করেছে	دَ خَ لَ = دَخَلَ সে প্রবেশ করেছে	قَ رَ ءَ = قَرَأَ সে পড়েছে
جُ عِ لَ = جُعِلَ করা হয়েছে	كَ رُ مَ = كَرُمَ সে সম্মানিত হয়েছে	فَ عُ لَ = فَعُلَ সে করেছে
فَ ضِ لَ = فَضِلَ সে শ্রেষ্ঠ হয়েছে	حَ سِ بَ = حَسِبَ সে ধারণা করেছে	حُ شِ رَ = حُشِرَ জমা করা হয়েছে

প্রশ্নমালা-৫

(১) ب، ت، ث-এর শুরু, মাঝের ও শেষের রূপ লেখ।

(২) ج، ح، خ-এর ৩টি রূপ লেখ।

(৩) س، ش، ص، ض-এর ৩টি রূপ লেখ।

(৪) ط، ظ، ع، غ-এর ৩টি রূপ লেখ।

(৫) ف، ق، ك-এর ৩টি রূপ লেখ।

(৬) ل، م، ن-এর ৩টি রূপ লেখ।

(৭) هـ، ي-এর ৩টি রূপ লেখ।

(৮) নীচের হরফগুলির মাঝের রূপ লেখ :

ج، ح، ل، ك، هـ، غ، ض، ش، ت

(৯) নীচের হরফগুলির শেষের রূপ লেখ :

ث، خ، س، ض، ظ، ع، ق، ك، م ، هـ

(১০) নীচের হরফগুলির শুরুর রূপ লেখ :

ب، ج، خ، ش، ص، ع، ف، ك، م ، هـ، ي

(১১) নীচের বিভিন্ন রূপের হরফগুলির পূর্ণ রূপ লেখ :

ـثـ جـ ـشـ ـصـ ـعـ ـمـ ـقـ ـفـ ـيـ ـتـ

(১২) সঠিক উত্তর লেখ :

(ক) بــ = ب-এর কোন রূপ? শুরু/ মাঝের/ শেষের।

(খ) ـســ = س-এর কোন রূপ? শুরু/ মাঝের/ শেষের।

(গ) ط-এর মাঝের রূপ কোনটি? ـطـ /ـط /ط।

(ঘ) ع-এর শেষের রূপ কোনটি? ـعـ /ـع / ع ।

(ঙ) ص-এর পূর্ণ রূপ কোনটি? ص / ـص / ـصـ ।

(১৩) শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ا-এর শেষের রূপ হ'ল ......। (খ) ج-এর মাঝের রূপ হ'ল ......।

(গ) ৪-এর মাঝের রূপ হ'ল ......। (ঘ) ل-এর শুরুর রূপ হ'ল ......।

(ঙ) د-এর শেষের রূপ হ'ল ......।

(১৪) যেকোন একটি হরফের তিনটি রূপ উদাহরণ সহ লিখ।

(১৫) নীচের হরফগুলির যেকোন দু'টি বিচ্ছিন্নভাবে ও লিখনপদ্ধতি অনুসারে লেখ :

س ر ض ف ك خ ق د ن ج ح

(১৬) শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ...= عَ + مِ + سَ (খ) ضَرَبَ = بَ + ... + ضَ

(গ) ...= رَ + صَ + نَ (ঘ) كَتَبَ = بَ + تَ + ...

(ঙ) ...= مَ + رُ + كَ (চ) حَسِبَ = ... + سِ + حَ

সবক-৬

হরকত (اَلْحَرَكَةُ)-এর পরিচয় :

'হরকত' অর্থ নড়াচড়া। পারিভাষিক অর্থে যবর, যের ও পেশকে হরকত বলা হয়। যা দ্রুত উচ্চারিত হয়। হরফ-এর সাথে হরকত না থাকলে তা পাঠ করা যায় না। হরকত ৩ প্রকার : যবর, যের ও পেশ। হরফ-এর উপরে বসে যবর ও পেশ (اَاُ) এবং নীচে বসে যের (اِ)। কখনো হরফের উপর তানভীন, সুকূন বা তাশদীদ বসে। নিম্নে এগুলি ব্যবহারের ক্বায়েদা বা নিয়ম বর্ণিত হ'ল।-

(ক) যবরযুক্ত হরফ সমূহ :

اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ سَ شَ
صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ فَ قَ كَ لَ مَ نَ وَ
هَ ءَ يَ ـَے-

(খ) যেরযুক্ত হরফ সমূহ :

اِ بِ تِ ثِ جِ حِ خِ دِ ذِ رِ زِ سِ شِ
صِ ضِ طِ ظِ عِ غِ فِ قِ كِ لِ مِ نِ وِ
هِ ءِ يِ ـِے-

(গ) পেশযুক্ত হরফ সমূহ :

اُ بُ تُ ثُ جُ حُ خُ دُ ذُ رُ زُ سُ شُ
صُ ضُ طُ ظُ عُ غُ فُ قُ كُ لُ مُ نُ وُ
هُ ءُ يُ ـُے-

وُ 'ভু'। যেমন وُكِلَ (ভুকিলা), وُجُوْهٌ (ভুজূহুন), وُسْعَهَا (ভুস্'আহা)। وِ 'ভি'। যেমন سَوِيًّا (সাভিইয়া), يُوَسْوِسُ (ইউওয়াসভিসু), نَوَوِيٌّ (নাওয়াভী)।

(ঘ) যবর, যের ও পেশ তিনটি হরকত একসাথে :

اَ اِ اُ بَ بِ بُ تَ تِ تُ ثَ ثِ ثُ جَ جِ جُ حَ حِ حُ خَ خِ خُ

دَدِدُ ذَذِذُ رَرِرُ زَزِزُ سَسِسُ شَشِشُ صَصِصُ

ضَضِضُ طَطِطُ ظَظِظُ عَعِعُ غَغِغُ فَفِفُ قَقِقُ

كَكِكُ لَلِلُ مَمِمُ نَنِنُ وَوِوُ هَهِهُ ءَءِءُ يَيِيُ ےَ ےِ ےُ-

(ঙ) একত্রে তিনটি হরকত বিশিষ্ট শব্দ সমূহ :

تُرِكَ পরিত্যক্ত হয়েছে	تُبِعَ অনুসৃত হয়েছে	بُعِثَ প্রেরিত হয়েছে	بُدِّلَ বদলানো হয়েছে	أُمِرَ আদিষ্ট হয়েছে	أُخِذَ পাকড়াও হয়েছে
حُفِرَ খনন করা হয়েছে	حُذِفَ বিলুপ্ত হয়েছে	جُلْبِبَ পরিহিত হয়েছে	جُلِّدَ বাঁধাই হয়েছে	ثَقِفٌ চতুর	ثَقِبٌ ছিদ্র
ذُخِرَ সঞ্চিত হয়েছে	ذُكِرَ স্মরণ করা হয়েছে	دُعِيَ আহুত হয়েছে	دُبِغَ চামড়া পাকা করা হয়েছে	خُلِّفَ প্রতিনিধি করা হয়েছে	خُلِقَ সৃষ্টি করা হয়েছে
سُئِلَ জিজ্ঞাসিত হয়েছে	سُرِقَ চুরি হয়েছে	زُوِّجَ বিবাহিত হয়েছে	زُجِرَ ধমকানো হয়েছে	رُضِعَ দুধ পান করানো হয়েছে	رُزِقَ খাদ্য প্রদান করা হয়েছে
ضُمِّنَ যামিন বানানো হয়েছে	ضُلِّلَ পথভ্রষ্ট করা হয়েছে	صُوِّبَ সত্যায়িত করা হয়েছে	صُنِّفَ বই লিখিত হয়েছে	شُفِّعَ সুফারিশ কবুল করা হয়েছে	شُرِبَ পান করা হয়েছে
عُجِنَ খামীর করা হয়েছে	عُتِبَ তিরস্কৃত হয়েছে	ظُلِّلَ ছায়া করা হয়েছে	ظُلِمَ অত্যাচারিত হয়েছে	طُبِعَ মুদ্রিত হয়েছে	طُبِخَ রান্না করা হয়েছে

قُدِّسَ পবিত্র করা হয়েছে	قُتِلَ নিহত হয়েছে	فُسِّرَ ব্যাখ্যা করা হয়েছে	فُتِنَ পরীক্ষিত হয়েছে	غُفِرَ ক্ষমা করা হয়েছে	غُذِّيَ পরিপুষ্ট হয়েছে
مُنِعَ নিষিদ্ধ হয়েছে	مُطِرَ বৃষ্টি হয়েছে	لُقِّبَ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছে	لُخِّصَ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে	كُذِّبَ মিথ্যারোপ করা হয়েছে	كُتِبَ লিখিত হয়েছে
هُذِّبَ মার্জিত হয়েছে	هُبِطَ পতিত হয়েছে	وُعِدَ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে	وُضِعَ রাখা হয়েছে	نُفِرَ ফুঁক দেওয়া হয়েছে	نُسِخَ রহিত হয়েছে
				يَيْمَنُ ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছে	يَيْسَرُ নরম হচ্ছে

প্রশ্নমালা-৬

(১) হরকত অর্থ কি? হরকত কাকে বলে?

(২) সঠিক উত্তর লেখ :

(ক) ـَ চিহ্নটির নাম কি? যের/ যবর/ পেশ।

(খ) ـِ চিহ্নটির নাম কি? পেশ/ যের/ যবর।

(গ) ـُ চিহ্নটির নাম কি? যবর/ যের/ পেশ।

(ঘ) যবর হরফের কোথায় বসে? নীচে/ উপরে/ পাশে।

(ঙ) পেশ হরফের কোথায় বসে? উপরে/ পাশে/ নীচে।

(চ) যের হরফের কোথায় বসে? নীচে/ উপরে/ পাশে।

(ছ) হরকত কয়টি? দু'টি/ চারটি/ তিনটি।

(৩) নিম্নের শব্দগুলির মধ্যে যেকোন ৩টির অর্থ বল/লেখ :

أُمِرَ، ثُقِّفَ، حُفِرَ، سُئِلَ، شُرِبَ، صُنِّفَ، طُبِخَ، غُفِرَ، كُتِبَ، هُذِّبَ

তানভীন (اَلتَّنْوِيْنُ)-এর পরিচয় :

দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে ‘তানভীন’ (ـٌ ـٍ ـً) বলা হয়। যা নাকি সুরে দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়। দু’যবর বিশিষ্ট তানভীন পাঠের সময় আলিফ যোগ হয়। বাকীগুলিতে নয়।

১. দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্ক্ব :

ضًا	صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا	خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	اً
	يًا-	ءً	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا	قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا

(ক) মুফরাদ হরফ সমূহের দুই যবরের তানভীনের মাশ্ক্ব : যা ৭টি : ا د ذ ر ز و ء

أَنْ=أً	وَنْ=وًا	زَنْ=زًا	رَنْ=رًا	ذَنْ=ذًا	دَنْ=دًا	اَنْ=اً

(খ) মুরাক্কাব হরফ সমূহে দুই যবরের তানভীনের মাশ্ক্ব : যা ২২টি।

عَنْ=عًا	طَنْ=طًا	صَنْ=صًا	سَنْ=سًا	جَنْ=جًا	تَنْ=تًا	بَنْ=بًا
يَنْ=يًا	هَنْ=هًا	نَنْ=نًا	مَنْ=مًا	لَنْ=لاً	كَنْ=كًا	فَنْ=فًا

২. দুই যের বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্ক্ব :

ضٍ	صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ	خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	اٍ
	يٍ-	ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ

(ক) মুফরাদ-এর দুই যেরের তানভীনের মাশ্ক্ব :

إِنْ=إٍ	وِنْ=وٍ	زِنْ=زٍ	رِنْ=رٍ	ذِنْ=ذٍ	دِنْ=دٍ	اِنْ=اٍ

(খ) মুরাক্কাব-এর দুই যেরের তানভীনের মাশ্‌ক্ব :

عِنْ=عٍ	طِنْ=طٍ	صِنْ=صٍ	سِنْ=سٍ	جِنْ=جٍ	تِنْ=تٍ	بِنْ=بٍ
يِنْ=يٍ	هِنْ=هٍ	نِنْ=نٍ	مِنْ=مٍ	لِنْ=لٍ	كِنْ=كٍ	فِنْ=فٍ

৩. দুই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্‌ক্ব :

ضٌ	صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ	خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
	يٌ-	ءٌ	هٌ	وٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ	قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ

(ক) মুফরাদ হরফ সমূহে দুই পেশের তানভীনের মাশ্‌ক্ব :

أُنْ=أٌ	وُنْ=وٌ	زُنْ=زٌ	رُنْ=رٌ	ذُنْ=ذٌ	دُنْ=دٌ	أُنْ=أٌ

(খ) মুরাক্কাব হরফ সমূহে দুই পেশের তানভীনের মাশ্‌ক্ব :

عُنْ=عٌ	طُنْ=طٌ	صُنْ=صٌ	سُنْ=سٌ	جُنْ=جٌ	تُنْ=تٌ	بُنْ=بٌ
يُنْ=يٌ	هُنْ=هٌ	نُنْ=نٌ	مُنْ=مٌ	لُنْ=لٌ	كُنْ=كٌ	فُنْ=فٌ

৪. দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের একত্রে মাশ্‌ক্ব :

خًا خٍ خٌ	حًا حٍ حٌ	جًا جٍ جٌ	ثًا ثٍ ثٌ	تًا تٍ تٌ	بًا بٍ بٌ	اً اٍ اٌ
صًا صٍ صٌ	شًا شٍ شٌ	سًا سٍ سٌ	زًا زٍ زٌ	رًا رٍ رٌ	ذًا ذٍ ذٌ	دًا دٍ دٌ
قًا قٍ قٌ	فًا فٍ فٌ	غًا غٍ غٌ	عًا عٍ عٌ	ظًا ظٍ ظٌ	طًا طٍ طٌ	ضًا ضٍ ضٌ
ءً ءٍ ءٌ	هًا هٍ هٌ	وًا وٍ وٌ	نًا نٍ نٌ	مًا مٍ مٌ	لًا لٍ لٌ	كًا كٍ كٌ
						يًا يٍ يٌ-

Contents

৫. তানভীনযুক্ত শব্দ সমূহ বিচ্ছিন্ন ও লিখনপদ্ধতি অনুসারে :

بَ قْ لٌ=بَقْلٌ সবজি	سَ مَ كٌ=سَمَكٌ মাছ	بَ صَ لٌ=بَصَلٌ পেঁয়াজ	فَ ضْ لٌ=فَضْلٌ অনুগ্রহ
فَ رَ سٌ=فَرَسٌ ঘোড়া	بَ قَ رٌ=بَقَرٌ বলদ	خَ لْ قٌ=خَلْقٌ সৃষ্টি	قَ مَ رٌ=قَمَرٌ চন্দ্র
غَ نَ مٌ=غَنَمٌ ছাগল	بَ طْ طٌّ=بَطٌّ হাঁস	جَ يْ بٌ=جَيْبٌ পকেট	كَ لْ بٌ=كَلْبٌ কুকুর

প্রশ্নমালা-৭

(১) তানভীন কাকে বলে? উহা কয়টি ও কি কি? তানভীন কিভাবে উচ্চারিত হয়?

(২) দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনের সাথে কোন হরফ যুক্ত করে পড়তে হয়।

(৩) দুই যবর/দুই যের/দুই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের মাশ্ক্ব বল/লেখ।

(৪) মুফরাদ হরফ সমূহের যে কোন ৫টির দুই যবর/দুই যের/দুই পেশের তানভীনের মাশ্ক্ব বল/লেখ।

(৫) মুরাক্কাব হরফ সমূহের যে কোন ৫টির দুই যবর/দুই যের/দুই পেশের তানভীনের মাশ্ক্ব বল/লেখ।

(৬) দুই যবর, দুই যের ও /দুই পেশ বিশিষ্ট তানভীনের একত্রে মাশ্ক্ব বল/লেখ।

(৭) নিম্নের তানভীনযুক্ত শব্দ সমূহের যে কোন ২টি বিচ্ছিন্ন ও লিখনপদ্ধতি অনুসারে লিখ।-

فَضْلٌ، سَمَكٌ، خَلْقٌ، بَقَرٌ، غَنَمٌ، قَمَرٌ

(৯) সঠিক উত্তর বল :

(ক) ـً চিহ্নটির নাম কি? দুই যের/ দুই যবর/ দুই পেশ।

(খ) ـٍ চিহ্নটির নাম কি? দুই পেশ/ দুই যের/ দুই যবর।

(গ) ـٌ চিহ্নটির নাম কি? দুই যবর/ দুই যের/ দুই পেশ।

(১০) শূন্যস্থান পূরণ করে পড় :

(১) ...= فَ + رَ + سٌ (২) بَ + ... + لٌ = بَصَلٌ

(৩) ...= غَ + ... + مٌ (৪) ... + يْ + بٌ = جَيْبٌ

(৫) ...= ... + طْ + طٌّ (৬) كَ + لْ + ...=كَلْبٌ

সবক-৮
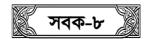
সুকূন (اَلسُّكُوْنُ)-এর পরিচয় :

সুকূন অর্থ বিরতি। হরকতযুক্ত হরফকে মিলানোর জন্য সুকূনের প্রয়োজন হয়। সুকূনকে জযমও বলা হয়। যে হরফের উপর সুকূন থাকে, সেই হরফকে 'সাকিন' বলে। সেখানে থামতে হয় এবং সেটি পূর্বের হরকতযুক্ত হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। সুকূনের প্রচলিত চিহ্ন ৩টি। যথা (ـٰ/ـْ/ـۡ)।

১. সুকূনযুক্ত দুই হরফের মাশ্ক্ব

(ক) আলিফের সাথে :

اَحْ اِحْ اُحْ	اَجْ اِجْ اُجْ	اَثْ اِثْ اُثْ	اَتْ اِتْ اُتْ	اَبْ اِبْ اُبْ
اَزْ اِزْ اُزْ	اَرْ اِرْ اُرْ	اَذْ اِذْ اُذْ	اَدْ اِدْ اُدْ	اَخْ اِخْ اُخْ
اَطْ اِطْ اُطْ	اَضْ اِضْ اُضْ	اَصْ اِصْ اُصْ	اَشْ اِشْ اُشْ	اَسْ اِسْ اُسْ
اَقْ اِقْ اُقْ	اَفْ اِفْ اُفْ	اَغْ اِغْ اُغْ	اَعْ اِعْ اُعْ	اَظْ اِظْ اُظْ
اَوْ اِوْ اُوْ	اَنْ اِنْ اُنْ	اَمْ اِمْ اُمْ	اَلْ اِلْ اُلْ	اَكْ اِكْ اُكْ
		اَيْ اِيْ اُيْ	اَءْ اِءْ اُءْ	اَهْ اِهْ اُهْ

(খ) অন্য হরফ সমূহের সাথে :

حَثْ حِثْ حُثْ	جَعْ جِعْ جُعْ	ثَقْ ثِقْ ثُقْ	تَكْ تِكْ تُكْ	بَنْ بِنْ بُنْ
زَخْ زِخْ زُخْ	رَحْ رِحْ رُحْ	ذَرْ ذِرْ ذُرْ	دَسْ دِسْ دُسْ	خَطْ خِطْ خُطْ
طَا طِيْ طُوْ	ضَغْ ضِغْ ضُغْ	صَفْ صِفْ صُفْ	شَذْ شِذْ شُذْ	سَدْ سِدْ سُدْ
قَا قِيْ قُوْ	فَا فِيْ فُوْ	غَا غِيْ غُوْ	عَا عِيْ عُوْ	ظَا ظِيْ ظُوْ
وَا وِيْ وُوْ	نَا نِيْ نُوْ	مَا مِيْ مُوْ	لَا لِيْ لُوْ	كَا كِيْ كُوْ
			يَا يِيْ يُوْ	هَا هِيْ هُوْ

Contents

২. সুকূনযুক্ত দুই হরফের শব্দ সমূহ :

لَمْ	هَلْ	أَنْ	عَنْ	مَنْ	هُمْ	مِنْ	خُذْ	كُمْ	كَمْ

৩. সুকূনযুক্ত তিন হরফের শব্দ সমূহ :

حَلْفًا	جَهْدًا	ثَلْجًا	تَوْبًا	بَغْيًا	أَهْلًا
سِتْرٍ	زَوْجٍ	رِزْقٍ	ذِكْرٍ	دَخْلٍ	خَلْقٍ
عَيْنٌ	ظَبْيٌ	طَبْخٌ	ضَوْءٌ	صُبْحٌ	شَهْرٌ
مَوْجٌ	لَحْمٍ	كَهْلًا	قَوْلٌ	فَضْلٍ	غُصْنًا
		يُمْنًا	هَوْلٌ	وَجْهٍ	نَوْمًا

৪. সুকূনযুক্ত চার, পাঁচ ও অধিক হরফের শব্দ সমূহ :

يَسْتَهْزِئُ (৬ হরফ) বাক্বারাহ ২/১৫	نَسْتَعِيْنُ (৬ হরফ) ফাতিহা ১/৫	يَنْطَلِقُ (৫ হরফ) শু'আরা ২৬/১৩	يَنْقَلِبُ (৫ হরফ) বাক্বারাহ ২/১৪৩	فَقِيْرٌ (৪ হরফ) আলে ইমরান ৩/১৮১	يَقِيْنٌ (৪ হরফ) নমল ২৭/২২
لَنُخْرِجَنَّكُمْ (৯ হরফ) ইবরাহীম ১৪/১৩	لَيَجْمَعَنَّكُمْ (৯ হরফ) নিসা ৪/৮৭	يَسْتَفِزَّهُمْ (৮ হরফ) ইসরা ১৭/১০৩	مُسْتَضْعَفِيْنَ (৮ হরফ) নিসা ৪/৯৭	مُسْتَنْفِرَةٌ (৭ হরফ) মুদ্দাছছির ৭৪/৫০	مُسْتَبْشِرَةٌ (৭ হরফ) আবাসা ৮০/৩৯
			لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ (১১ হরফ) নূর ২৪/৫৫	لَيُبَدِّلَنَّهُمْ (১০ হরফ) নূর ২৪/৫৫	لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ (১০ হরফ) ইসরা ১৭/৭৬

৫. কতকগুলি জযমযুক্ত শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ও লিখন পদ্ধতি অনুসারে:

نَ شْ رَحْ	ضَ رَبْ تُ مْ	اَنْ تُ مْ	اَشْ هَ دْ تُ	اَنْ عَ مْ تَ	اَلْ حَ مْ دُ

نَشْرَحْ	ضَرَبْتُمْ	اَنْتُمْ	اَشْهَدْتُ	اَنْعَمْتُ	اَلْحَمْدُ

تَ سْ نِ يْ مٌ	مَ خْ تُ وْ مٌ	نَ ضْ رِ بُ	اَ مَ رْ تُ	قَ دْ دَ مْ تُ	اَ كْ مَ لْ تُ
تَسْنِيْمٌ	مَخْتُوْمٌ	نَضْرِبُ	اَمَرْتُ	قَدَّمْتُ	اَكْمَلْتُ

৬. হরফে লীন : ‘ওয়াও’ বা ‘ইয়া’ সাকিনের ডাইনে ‘যবর’ হ’লে এ দু’টি ‘হরফে লীন’ হবে। যা দ্রুত পড়তে হয়। যেমন-

حَوْ حَيْ	جَوْ جَيْ	ثَوْ ثَيْ	تَوْ تَيْ	بَوْ بَيْ	أَوْ أَيْ
سَوْ سَيْ	زَوْ زَيْ	رَوْ رَيْ	ذَوْ ذَيْ	دَوْ دَيْ	خَوْ خَيْ
عَوْ عَيْ	ظَوْ ظَيْ	طَوْ طَيْ	ضَوْ ضَيْ	صَوْ صَيْ	شَوْ شَيْ
مَوْ مَيْ	لَوْ لَيْ	كَوْ كَيْ	قَوْ قَيْ	فَوْ فَيْ	غَوْ غَيْ
		يَوْ يَيْ	هَوْ هَيْ	وَوْ وَيْ	نَوْ نَيْ

(ক) হরফে লীন বিশিষ্ট শব্দ ওয়াক্বফের সময় মাদ্দে লীনে পরিণত হয় এবং এক আলিফ টানতে হয়। যেমন-

وَذَرُوا الْبَيْعَ ط	بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط	يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط	رَأْىَ الْعَيْنِ ط	حَذَرَ الْمَوْتِ ط	نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج

(খ) হরফে লীন বিশিষ্ট শব্দ বাক্যের মাঝে বা শুরুতে বসলে এবং সেখানে না থামলে টান হবে না। যেমন-

وَالْخَيْلَ নাহল ৮ (শুরুতে)	فَالْيَوْمَ ইউনুস ৯২ (শুরুতে)	فَتَوَلّٰى আ'রাফ ৭৯ (শুরুতে)	كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ আলে ইমরান (মাঝে) ৪৯	مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ বাক্বারাহ ৪৯ (মাঝে)	أُنْزِلَ إِلَيْكَ বাক্বারাহ ৪ (মাঝে)

Contents

(গ) ওয়াক্বফ ব্যতীত শব্দের মাঝে হরফে লীন হ'লে টানতে হয় না। যেমন-

بَيْعٌ	عَيْنٌ	زَيْدٌ	غَيْرَ	خَيْلٌ	عَلَيْكَ	دَيْنٌ	رَيْبَ	كَيْفَ	سَوْفَ
ضَيْفٌ	يَوْمٌ	كَيْدٌ	لَيْتَ	زَيْتٌ	فَوْقَ	شَيْءٌ	مَوْتٌ	لَيْسَ	هَيْتَ

৭. 'আরেযী সাকিন : ওয়াক্বফের কারণে হরকতযুক্ত বা দুই যবর ব্যতীত তানভীনযুক্ত হরফ যখন সাকিন হরফে পরিণত হয়, তখন তাকে 'আরেযী বা সাময়িক সাকিন' বলা হয়। যেমন-

مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ لا	هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾ ع	هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ لا	مِنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ لا	لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ لا
مِنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ ج	وَامْرَاَتُهٗ ط	ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ صلے	وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾
مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ لا	اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ع	كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾	اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ ج	هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ ج

দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনে ওয়াক্বফ করার সময় এক যবর রেখে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যাকে 'মাদ্দে এওয়ায' বলে। যেমন-

اَسَفًا ﴿٦﴾	كَذِبًا ﴿٥﴾	وَلَدًا ﴿٤﴾	اَمَدًا ﴿١٢﴾	اَبَدًا ﴿٣﴾ لا	تَوَّابًا ﴿١٩﴾	أَفْوَاجًا ﴿١٣﴾
مُرْشِدًا ﴿١٧﴾	شَطَطًا ﴿١٤﴾	عَدَدًا ﴿١١﴾	رَشَدًا ﴿١٠﴾	عَجَبًا ﴿٩﴾	جُزُزًا ﴿٨﴾	عَمَلًا ﴿٧﴾

প্রশ্নমালা-৮

(১) সুকূন অর্থ কি? সুকূনের চিহ্ন কয়টি ও কি কি?

(২) সাকিন কাকে বলে? সুকূনের প্রয়োজন কি?

(৩) হরফে লীন কাকে বলে? দুই ও তিন হরফের ৩টি করে উদাহরণ বল/লেখ।

(৪) 'আরেযী সাকিন কাকে বলে? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৫) নীচের শব্দগুলি বানান করে পড় :

خَلْقٍ، فَضْلٍ، هَوْلٌ، اَلْحَمْدُ، ضَرَبْتُمْ، نَشْرَحْ، مُسْتَبْشِرَةٌ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

বিঃ দ্রঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শশা, নুকতা, হরকত ও তানভীন ভালোভাবে বুঝাবেন ও লিখাবেন।

তাশদীদ (اَلتَّشْدِيْدُ)-এর পরিচয় :

তাশদীদ অর্থ শক্ত করা। যে হরফের উপরে 'তাশদীদ' (ـّـ) থাকে, তাকে 'মুশাদ্দাদ' বা যুক্তাক্ষর বলে। তাশদীদযুক্ত হরফ দু'বার উচ্চারিত হয়। প্রথমবার ডান হরফের সাথে এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরফের হরকতের সাথে। যেমন-

اِ نْ نَ = اِنَّ، اَ نْ نَ = اَنَّ، عَ مْ مَ = عَمَّ، مِ مْ مَ = مِمَّ، اُ مْ مُ = اُمُّ-

(১)তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

جَبَّارٌ	تَوَّابٌ	وَهَّابٌ	قَهَّارٌ	فَتَّاحٌ	غَفَّارٌ	رَزَّاقٌ	رَبٌّ	اللّٰهُ
مُشَكَّلٌ	مُرَتَّبٌ	مُؤَدَّبٌ	مُؤَخِّرٌ	مُقَدِّمٌ	فَعَّالٌ	جَوَّادٌ	مَنَّانٌ	حَنَّانٌ

(২)সুকূনসহ তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

عُطِّلَتْ	كُوِّرَتْ	كَذَّبَتْ	فُجِّرَتْ	سُعِّرَتْ	تَخَلَّتْ	مُدَّتْ	حُقَّتْ	تَبَّتْ
اِنْشَقَّتْ	صَرَّفْنَا	فُصِّلَتْ	اَمَّنَ	مَهَّدْتُّ	خَفَّتْ	أَخَّرَتْ	قَدَّمَتْ	سُجِّرَتْ

(৩)তাশদীদের পরে তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

اَتُحَآجُّوْنِّيْ	مَكَّنّٰهُمْ	سَيَذَّكَّرُ	يَزَّكّٰى	مُدَّثِّرُ	مُزَّمِّلُ	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
يَسْتَخِفَّنَّكَ	يَصَّدَّعُوْنَ	زَيَّنَّا	فَاطَّهَّرُوْا	ذُرِّيَّةٌ	يَصَّعَّدُ	مَكِّيٌّ

(৪)মাদ্দ-এর পরে তাশদীদ-এর মাশ্ক্ব :

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ	الصَّآخَّةُ	الطَّآمَّةُ	اَلْحَآقَّةُ	الطَّآئِّيْنَ	الٓمّٓ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশদীদের বিবিধ ব্যবহার :

(১) তানভীনের পরের হরফে তাশদীদ থাকলে দুই যবর, দুই যের বা দুই পেশ-এর স্থলে এক যবর, এক যের ও এক পেশ উচ্চারিত হবে। যেমন-

قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ	خَيْرٌ لَّكَ	حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ	عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ	يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ	مَالًا وَّعَدَّدَهٗ	اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا

(২) ن সাকিন ও তানভীনের পর و কিংবা ي-তে তাশদীদ হ'লে সেখানে নূনে গুন্নাহ্‌র ন্যায় নাকি সুরে আওয়ায হবে।-

عَنْ وَّالِدِهٖ	مِنْ وَّلِيٍّ	مِنْ وَّالٍ	لِمَنْ يَّخْشٰى	فَمَنْ يَّكْفُرْ	وَمَنْ يَّعْمَلْ
خَيْرًا يَّرَهٗ	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ	بِمَآءٍ وَّاحِدٍ	مُنَادِيًا يُّنَادِىْ	ظُلْمًا وَّزُوْرًا

(৩) সাকিন হরফের পর তাশদীদযুক্ত হরফ এলে সেটাই পড়বে। সাকিন হরফটি উচ্চারিত হবে না।-

أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ	نَخْلُقْكُّمْ	فَرَّطْتُّمْ	عَبَدْتُّمْ	يُوَجِّهْهُّ	مِنْ لِّسَانِىْ	مِنْ رَّبِّهٖ	مِنْ مَّآءٍ

প্রশ্নমালা-৯

(১) যে হরফের উপরে 'তাশদীদ' থাকে তাকে কি বলে?

(২) তাশদীদের হরফ পড়ার নিয়ম কি? লিখে বুঝিয়ে দাও।

(৩) তানভীনের পর হরফে মুশাদ্দাদ আসলে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৪) ن সাকিনের পর و বা ي মুশাদ্দাদ এলে সেখানে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৫) তানভীনের পর و বা ي মুশাদ্দাদ এলে সেখানে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৬) সাকিন হরফের পর তাশদীদযুক্ত হরফ এলে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৭) নীচের শব্দগুলি বানান করে পড়/লেখ।-

اَللهُ، تَوَّابٌ، جَوَّادٌ، تَبَّتْ، كُوِّرَتْ، مُزَّمِّلٌ، اَتُحَآجُّوْنِّىْ، يَصَّدَّعُوْنَ، وَلَاالضَّآلِّيْنَ، اَلْحَآقَّةُ-

(৮) শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) مُ + قَ + دْ + دِ + مٌ = ...

(২) مُ + وَ + دْ + دَ + بٌ = ...

(৩) تَ + بْ + ... + تْ = تَبَّتْ

(৪) تَ + ... + لْ + لَ + تْ = تَخَلَّتْ

(৫) ... + وْ + مَ + ءِ + ... = يَوْمَئِذٍ

(৬) ... + رْ + رِ + يْ + يَ + ... = ذُرِّيَّةٌ

সবক-১০
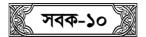
মাদ্দ ও ক্বছর (اَلْمَدُّوالْقَصْرُ) :

কুরআন পাঠের জন্য মাদ্দ ও ক্বছর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'মাদ্দ' অর্থ টেনে পড়া। যা এক, তিন বা চার আলিফ পর্যন্ত হয়ে থাকে। 'ক্বছর' অর্থ থামা বা সংক্ষেপ করা। এক আলিফ অর্থ, এক শ্বাস।

মাদ্দের হরফ তিনটি : و ا ي, যেগুলিকে হুরূফে ইল্লাত বা স্বরবর্ণ বলা হয়।

মাদ্দ দু'প্রকার : মাদ্দে আছলী ও মাদ্দে ফারঈ। মাদ্দের আগে বা পরে হামযাহ বা সুকূন না থাকলে তাকে 'মাদ্দে আছলী' বা আসল মাদ্দ বলে। মাদ্দে আছলীর আগে বা পরে হামযাহ বা সুকূন থাকলে তাকে 'মাদ্দে ফারঈ' বা শাখা মাদ্দ বলে। এক আলিফের মাদ্দের চিহ্ন খাড়া যবর (ـٰ), খাড়া যের (ـٖ) ও উল্টা পেশ (ـٗ)। তিন আলিফের মাদ্দের চিহ্ন (ـٓ) এবং চার আলিফের মাদ্দের চিহ্ন (ـٓ)।এক আলিফের মাদ্দকে 'ছোট মাদ্দ' এবং তিন ও চার আলিফের লম্বা মাদ্দকে 'বড় মাদ্দ' বলা হয়।

(ক) মাদ্দে আছলী (اَلْمَدُّالْأَصْلِيُّ) :

এর হরফ ৩ টি : و ا ي এগুলি যখন অন্য হরফের সাথে মিলিত হয়, তখন কমপক্ষে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-بَا بُوْ بِيْ

মাদ্দে আছলীর মাশ্ক্ব :

حَا حُوْ حِيْ	جَا جُوْ جِيْ	ثَا ثُوْ ثِيْ	تَا تُوْ تِيْ	بَا بُوْ بِيْ
زَا زُوْ زِيْ	رَا رُوْ رِيْ	ذَا ذُوْ ذِيْ	دَا دُوْ دِيْ	خَا خُوْ خِيْ
طَا طُوْ طِيْ	ضَا ضُوْ ضِيْ	صَا صُوْ صِيْ	شَا شُوْ شِيْ	سَا سُوْ سِيْ
قَا قُوْ قِيْ	فَا فُوْ فِيْ	غَا غُوْ غِيْ	عَا عُوْ عِيْ	ظَا ظُوْ ظِيْ
وَا وُوْ وِيْ	نَا نُوْ نِيْ	مَا مُوْ مِيْ	لاَ لُوْ لِيْ	كَا كُوْ كِيْ
		يَا يُوْ يِيْ-	ءَا ءُوْ ءِيْ	هَا هُوْ هِيْ

মাদ্দে আছলীযুক্ত শব্দ সমূহ :

طَاهِرَةٌ	خَدِيْجَةُ	يَغْشَى	كَانَ	خِيْفَ	خَافَ	بِيْعَ	بَاعَ
جُمَانَةُ	شَكُوْرٌ	حَمِيْدٌ	مَامُوْنٌ	اَمِيْنٌ	هَارُوْنُ	عَائِشَةُ	فَاطِمَةُ

(খ) খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ থাকলে সেখানে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এগুলি ক্বছর বা ছোট মাদ্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

دٰ دٖ دٗ	خٰ خٖ خٗ	حٰ حٖ حٗ	جٰ جٖ جٗ	ثٰ ثٖ ثٗ	تٰ تٖ تٗ	بٰ بٖ بٗ
ضٰ ضٖ ضٗ	صٰ صٖ صٗ	شٰ شٖ شٗ	سٰ سٖ سٗ	زٰ زٖ زٗ	رٰ رٖ رٗ	ذٰ ذٖ ذٗ
كٰ كٖ كٗ	قٰ قٖ قٗ	فٰ فٖ فٗ	غٰ غٖ غٗ	عٰ عٖ عٗ	ظٰ ظٖ ظٗ	طٰ طٖ طٗ
يٰ يٖ يٗ	ءٰ ءٖ ءٗ	هٰ هٖ هٗ	وٰ وٖ وٗ	نٰ نٖ نٗ	مٰ مٖ مٗ	لٰ لٖ لٗ

কয়েকটি উদাহরণ :

مَاٰبًا	سَمٰوٰتٍ	سُبْحٰنَهٗ	خَطٰيٰكُمْ	رَزَقْنٰهُمْ	صَلٰوةٌ	حَيٰوةٌ
بِشِمَالِهٖ	بِيَمِيْنِهٖ	اِلٰى ثَمَرِهٖ	اِلٰٓى اَهْلِهٖ	مِنْ خَلْفِهٖ	مِنْ اٰيٰتِهٖ	يُحْيٖ
دَاوٗدُ	يَلْوٗنَ	اَجْرُهٗ	مَالُهٗ	شَرَابُهٗ	عِنْدَهٗ	طَعَامُهٗ

প্রশ্নমালা-১০

(১) মাদ্দ ও ক্বছর বলতে কি বুঝায়? মাদ্দের হরফ কয়টি ও কি কি?

(২) মাদ্দ কত প্রকার ও কি কি?

(৩) মাদ্দে আছলী ও মাদ্দে ফারঈ কাকে বলে?

(৪) বড় মাদ্দ ও ছোট মাদ্দ কাকে বলে?

(৫) খাড়া যবর বিশিষ্ট হরফগুলি পড় ও লেখ।

Contents

(৬) খাড়া যের বিশিষ্ট হরফগুলি পড় ও লেখ।

(৭) উল্টা পেশ বিশিষ্ট হরফগুলি পড় ও লেখ।

(৮) নীচের হরফগুলি খাড়া যবর দিয়ে লেখ ও পড় :

ت ث د ض ط ف ك هـ ء ي

(৯) নীচের হরফগুলি খাড়া যের দিয়ে লেখ ও পড় :

ا ب ح ز غ ق ل م ن و

(১০) নীচের হরফগুলি উল্টা পেশ দিয়ে লেখ ও পড় :

ج خ ذ ر س ش ص ظ ع

(১১) নীচের হরফগুলির সাথে ا و ي যুক্ত করে যবর, যের ও পেশ দিয়ে লেখ ও পড় :

ب ج خ ر ز ش ض ظ ع ف ك ن

(১২) নিম্নের যে কোন ৩টির বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ কর :

بَا بُوْ بِيْ وَا وُوْ وِيْ	تَا تُوْ تِيْ طَا طُوْ طِيْ	ذَا ذُوْ ذِيْ زَا زُوْ زِيْ
سَا سُوْ سِيْ شَا شُوْ شِيْ	قَا قُوْ قِيْ كَا كُوْ كِيْ	حَا حُوْ حِيْ هَا هُوْ هِيْ
ءَا ءُوْ ءِيْ عَا عُوْ عِيْ	ضَا ضُوْ ضِيْ ظَا ظُوْ ظِيْ	ثَا ثُوْ ثِيْ صَا صُوْ صِيْ

(১৩) শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) ثٰ = ... + ث　　(২) غٖ = ... + غ　　(৩) هٗ = ... + ه

(8) لَا = ... + ل　　(৫) شِيْ = ... + ش　　(৬) خُوْ = ... + ...

(১৪) যে কোন ২টির বানান কর/লেখ :

حَمِيْدٌ، جُمَانَةٌ، خَطٰيٰكُمْ، سُبْحٰنَهٗ، مِنْ اٰيٰتِهٖ، اِلٰى ثَمَرِهٖ-

(খ) মাদ্দে ফারঈ (اَلْمَدُّ الْفَرْعِىُّ) **:**

'মাদ্দে ফারঈ' অর্থ শাখা মাদ্দ। মাদ্দে আছলীর পরে হামযাহ বা সুকূন থাকলে তাকে 'মাদ্দে ফারঈ' বলে। মাদ্দে ফারঈর অনেকগুলি প্রকার আছে। তবে ১০ প্রকারের মাদ্দ প্রসিদ্ধ। যেগুলির মাধ্যমে সবগুলি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। যথা : (১) মাদ্দে মুত্তাছিল, (২) মাদ্দে মুনফাছিল, (৩) মাদ্দে বদল, (৪) মাদ্দে লাযেম কালেমী মুছাকক্বাল, (৫) মাদ্দে লাযেম কালেমী মুখাফফাফ, (৬) মাদ্দে লাযেম হারফী মুছাকক্বাল, (৭) মাদ্দে লাযেম হারফী মুখাফফাফ, (৮) মাদ্দে 'আরেয ওয়াক্বফী, (৯) মাদ্দে লীন ও (১০) মাদ্দে এওয়ায।

এগুলির মধ্যে মাদ্দে মুনফাছিল ৩ আলিফ এবং মাদ্দে মুত্তাছিল, মাদ্দে কালেমী মুছাকক্বাল, কালেমী মুখাফফাফ, হারফী মুছাকক্বাল ও হারফী মুখাফফাফ ৪ আলিফ টানতে হয়। এছাড়া মাদ্দে 'আরেয ওয়াক্বফী ২ বা ৩ আলিফ। মাদ্দে লীন ১ বা ২ আলিফ। মাদ্দে এওয়ায ১ ও মাদ্দে বদল ১ আলিফ টানতে হয়।

মাদ্দে আছলীর পরে হামযাহ থাকলে সেটি দু'প্রকার : 'মাদ্দে মুত্তাছিল' ও 'মাদ্দে মুনফাছিল'। মাদ্দে আছলীর পূর্বে হামযাহ থাকলে তাকে 'মাদ্দে বদল' বলে। মাদ্দে আছলীর পরে লাযেম সাকিন থাকলে 'মাদ্দে লাযেম' বলে। যা চার প্রকার। আর অস্থায়ী সাকিন হ'লে তাকে 'মাদ্দে 'আরেয' বলে।

(১) মাদ্দে মুত্তাছিল (اَلْمَدُّ الْمُتَّصِلُ) **:** একই কালেমায় মাদ্দের পরে হামযাহ থাকলে তাকে 'মাদ্দে মুত্তাছিল' বলে। এ সময় চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-

شُهَدَآءُ	حُنَفَآءُ	قُرُوْٓءٌ	سُوْٓءٌ	هَوَآءٌ	سَوَآءٌ	اَضَآءَتْ	جَآءَتْ
يُرَآءُوْنَ	تَشَآءُوْنَ	اَبْنَآؤُكُمْ	اٰبَآؤُكُمْ	شُرَكَآؤُكُمْ	اِسْرَآءِيْلُ	مَلٰٓئِكَةٌ	طَآئِفَةٌ

(২) মাদ্দে মুনফাছিল (اَلْمَدُّ الْمُنْفَصِلُ) **:** প্রথম কালেমার শেষে মাদ্দ এবং দ্বিতীয় কালেমার শুরুতে হামযাহ থাকলে তাকে 'মাদ্দে মুনফাছিল' বলে। এ সময় তিন আলিফ টানতে হয়। যেমন-

فِىْٓ اَمْوَالِنَا	فِىْٓ اٰيٰتِنَا	قَالُوْٓا اِنَّمَا	قَالُوْٓا اٰمَنَّا	اِنَّآ اَعْتَدْنَا	اِنَّآ اَوْحَيْنَآ	يٰٓاَبَتِ	يٰٓاَيُّهَا
فِىْٓ اَهْلِهٖ	فِىْٓ اَىِّ	كَانُوْٓا اِخْوَةً	كَانُوْٓا اَكْثَرَ	وَمَآ اَدْرٰكَ	وَمَآ اُنْزِلَ	اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ	اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ

(৩) মাদ্দে বদল (مَدُّ الْبَدَلِ) **:** মাদ্দের পূর্বে হামযা থাকলে তার হরকত অনুযায়ী বদল করাকে 'মাদ্দে বদল' বলে। এসময় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-

Contents

اِيْجَادٌ	اِيْمَانٌ	اٰيٰتٌ	اٰدَمُ	فَاٰوٰى	اٰمَنُوْا	اٖلٰفِهِمْ	لِاِيْلٰفِ
اِيْقَاظٌ	اُوْحِيَ	اُوْتِيَ	اٰسٰى	اٰخِرٌ	اٰجِلٌ	اٰمِنٌ	اٰكِلٌ

উপরের শব্দগুলিতে ২য় হামযাকে ১ম হামযার হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন اٰزَرَ، اٰدَمُ মূলে ছিল أَأْزَرَ، أَأْدَمُ। ১ম হামযায় যবর হওয়াতে ২য় হামযাকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে اُوْتُوا আসলে ছিল أُؤْتُـوا। ১ম হামযায় পেশ হওয়াতে ২য় হামযাকে ওয়াও দ্বারা বদল করা হয়েছে। একইভাবে اِيْمَانٌ মূলে ছিল إِئْمَـانٌ। ১ম হামযায় যের হওয়াতে ২য় হামযাকে ইয়া দ্বারা বদল করা হয়েছে।

মাদ্দে লাযেম (اَلْمَـدُّالـلَّازِمُ) **:** মাদ্দের পরে যদি এমন সুকূন হয়, যা কখনোই পৃথক হয় না, তাকে **'মাদ্দে লাযেম'** বলে। এ সময় চার আলিফ টানতে হয়। যা চার প্রকার। যথা :

(৪) একই কালেমায় মাদ্দের পরে তাশদীদ হ'লে তাকে **'মাদ্দে লাযেম কালেমী মুছাক্ক্বাল'** (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ الْكَلِمِيُّ الْمُثَقَّلُ) বলে। যেমন-

كَآفَّةٌ	اَلطَّآمَّةُ	اَلصَّآخَّةُ	وَالصّٰٓفّٰتِ	دَآبَّةٍ	حَآجَّكَ	اَلْحَآقَّةُ	اَلضَّآلِّيْنَ
لَرَآدُّكَ	تَحٰٓضُّوْنَ	ءٰٓالذَّكَرَيْنِ	اَلظَّآنِّيْنَ	آٰمِّيْنَ	حَآفِّيْنَ	تَاْمُرُوْٓنِّيْ	اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ

(৫) একই কালেমায় মাদ্দের পরে সাকিন হ'লে তাকে **'মাদ্দে লাযেম কালেমী মুখাফ্ফাফ'** (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ الْكَلِمِيُّ الْمُخَفَّفُ) বলে। যা পবিত্র কুরআনে মাত্র একটি আছে দুই স্থানে। যেমন- آٰلْئٰنَ (সূরা ইউনুস ৫১ ও ৯১ আয়াত)।

(৬) কুরআন মাজীদের ২৯টি সূরার শুরুতে ১৪টি খণ্ডিত বর্ণ রয়েছে : ا ل م ر ك هـ ي ع ص ط س ح ق ن। যেগুলিকে 'হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত' (اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ) বলা হয়। যেগুলির শেষে তাশদীদ হ'লে তাকে **'মাদ্দে লাযেম হারফী মুছাক্ক্বাল'** (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ الْحَرْفِيُّ الْمُثَقَّلُ) বলে। যা মাত্র দু'টি স্থানে রয়েছে। যেমন (উচ্চারণসহ)-

الٓمّٓ (اَلِفْ لَآمْ مِّيْمْ)، (সূরা বাক্বারাহ সহ ৬টি সূরার প্রথমে)

طٰسٓمّٓ (طَا سِيْنْ مِّيْمْ) (সূরা নমলের প্রথমে)

(৭) হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আতের শেষে তাশদীদ না হ'লে, তাকে **'মাদ্দে লাযেম হারফী মুখাফ্ফাফ'** (اَلْمَدُّ اللَّازِمُ الْحَرْفِيُّ الْمُخَفَّفُ) বলে। যা ১২টি সূরার শুরুতে রয়েছে। এগুলি মূল হরফের উপরে দেওয়া চিহ্ন অনুযায়ী পড়তে হবে। যেমন (উচ্চারণসহ)-

الٓمٓصٓ الٓرٰ الٓمٓرٰ كٓهٰيٰعٓصٓ طٰهٰ طٰسٓ يٰسٓ صٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ قٓ نٓ-

طٰهٰ طَاهَا ত্ব-হা-	كٓهٰيٰعٓصٓ كَاۤفْ هَا يَا عَيْۤنْ صَاۤدْ কা---ফ হা- ইয়া- 'আঈ---ন ছ---দ	الٓمٓرٰ اَلِفْ لَاۤمْ مِيْۤمْ رَا আলিফ লা---ম মী---ম র-	الٓرٰ اَلِفْ لَاۤمْ رَا আলিফ লা---ম র-	الٓمٓصٓ اَلِفْ لَاۤمْ مِيْۤمْ صَاۤدْ আলিফ লা---ম মী---ম ছ---দ
عٓسٓقٓ عَيْۤنْ سِيْۤنْ قَاۤفْ 'আঈ---ন সী---ন ক্ব---ফ	حٰمٓ حَا مِيْۤمْ হা- মী---ম	صٓ صَاۤدْ ছ---দ	يٰسٓ يَا سِيْۤنْ ইয়া- সী---ন	طٰسٓ طَا سِيْۤنْ ত্ব- সী---ন
			نٓ نُوْۤنْ নূ---ন	قٓ قَاۤفْ ক্ব---ফ

(৮) মাদ্দে 'আরেয ওয়াক্বফী (اَلْمَدُّ الْعَارِضُ الْوَقْفِي) **:** মাদ্দে আছলী-র পরে ওয়াক্বফের কারণে সাময়িক সাকিন হ'লে, তাকে 'মাদ্দে 'আরেয ওয়াক্বফী' বলে। এ সময় এক বা দুই আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-

تَعْلَمُوْنَ	الْخَنَّاسِ	النَّاسِ	الْمُسْتَقِيْمَ	نَسْتَعِيْنُ	الدِّيْنِ	اَلرَّحِيْمُ	الْعٰلَمِيْنَ
مُنِيْبٌ	لَخَبِيْرٌ	لَشَدِيْدٌ	لَشَهِيْدٌ	سِجِّيْلٍ	تَضْلِيْلٍ	مَاٰبٍ	لَكَنُوْدٌ

(৯) মাদ্দে লীন (مَدُّ اللِّيْنِ) **:** হরফে লীন ওয়াক্বফের সময় মাদ্দে লীনে পরিণত হয়। অর্থাৎ ওয়াও বা ইয়া সাকিনের ডাইনে 'যবর' হ'লে এবং ওয়াক্বফের কারণে বা থামার কারণে বামে সাময়িক

সাকিন হ'লে তাকে **'মাদ্দে লীন'** বলে। এ সময় স্বাভাবিক ও নরমভাবে এক বা দুই আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-

شَــىْءٍ ۙ	الْخَيْرِ ۚ	بِالْغَيْبِ ۚ	الْبَيْتِ ۙ	وَّلَا نَوْمٌ ۚ	وَالصَّيْفِ ۚ ٢	مِّنْ خَوْفٍ ٤	قُرَيْشٍ ١
شُعَيْبُ	الْعَوْنُ	حَوْلَ	النَّـجْدَيْنِ ١٠	شَفَتَيْنِ ٩	عَيْنَيْنِ ٨	الْمَوْتُ ۙ	الْعَيْنِ ۙ

(১০) মাদ্দে এওয়ায (مَدُّ الْعِوَضِ) : দুই যবর বিশিষ্ট তানভীনে ওয়াক্বফ করার সময় বা থামার সময় এক যবর রেখে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। একে 'মাদ্দে এওয়ায' বলে। যেমন-

تَبَارًا ٢٨	حَسِيبًا ٦	بَصِيْرًا ٥٨	اَحَدًا ١٩	كَثِيْرًا ١٩	قَلِيْلًا ٣٦	خَبِيْرًا ٣٥	عَلِيْـمًا ٣٢
مَعْرُوْفًا ٥	مَّرِيْٓــئًا ٤	كَبِيْرًا ٢	تَوَّابًا ٣	اَفْوَاجًا ١٨	رَقِيْبًا ١	حَكِيْـمًا ١١	شَهِيْدًا ٣٣

প্রশ্নমালা-১১

(১) 'মাদ্দে ফারঈ' কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

(২) 'মাদ্দে মুত্তাছিল' কাকে বলে? উহা কয় আলিফ টেনে পড়তে হয় উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৩) 'মাদ্দে মুনফাছিল' কাকে বলে? উহা কয় আলিফ টেনে পড়তে হয় উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৪) 'মাদ্দে বদল' কাকে বলে? উহা কয় আলিফ টেনে পড়তে হয় উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৫) 'মাদ্দে লাযেম' কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৬) 'মাদ্দে 'আরেয ওয়াক্বফী' কাকে বলে? উহা কয় আলিফ টেনে পড়তে হয় উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৭) 'মাদ্দে লীন' কাকে বলে? উহা কয় আলিফ টেনে পড়তে হয় উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৮) 'মাদ্দে এওয়ায' কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

সবক-১১

নূন সাকিন ও তানভীন (أَحْكَامُ النَّوْنِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِيْنِ)-এর হুকুম সমূহ :

আরবী বর্ণমালার সাথে নূন সাকিন ও তানভীন পাঠের হুকুম চারটি : ইযহার, ইদগাম, ইক্বলাব ও ইখফা। হুরূফে হালক্বীর ৬টি হরফের সাথে 'ইযহার', হুরূফে ইয়ারমালূন-এর ৬টি হরফের সাথে 'ইদগাম', 'বা'-এর সাথে 'ইক্বলাব' এবং বাকী ১৫টি হরফের সাথে 'ইখফা' হবে। বাকী ا ও ء মিলে মোট ২৯টি হরফ। যে দু'টি হরফ অন্যগুলির সাথে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয়।

(১) ইযহার অর্থ প্রকাশ করা। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে 'ইযহার' হরফ এলে নূন সাকিন বা তানভীনকে গুন্নাহ না করে স্পষ্টভাবে পড়তে হয়। 'ইযহার'-এর হরফ ৬টি : ء ه ح خ ع غ 'হুরূফে হালক্বী' হওয়ার কারণে এগুলিকে 'ইযহারে হালক্বী'ও বলা হয়।

উদাহরণসমূহ :

(ء) مِنْ اَحَدٍ، مَنْ اَنْتَ، طَيْرًا أَبَابِيْلَ، رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ- (هـ) مَنْ هُوَ، تَنْهَى، أَسِحْرٌ هَذَا، عَلٰى عِلْمٍ هُدًى- (ح) مِنْ حَوْلٍ، فَمَنْ حَجَّ، نَارٌ حَامِيَةٌ، غَنِيٌّ حَلِيْمٌ- (خ) فَإِنْ خِفْتُمْ، وَمَنْ خَافَ، كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، قَوْمٌ خَصِمُوْنَ- (ع) أَنْعَامٌ، مِنْ عَذَابٍ، لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ، وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- (غ) مِنْ غَيْرٍ، فَسَيُنْغِضُوْنَ، بِوَادٍ غَيْرِ، مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ-

(২) ইদগাম অর্থ মিলানো। নূন সাকিন বা তানভীনের পর ইদগামের হরফ আসলে নূন সাকিন ও তানভীনের নূনকে বাদ দিয়ে পরের হরফের সাথে একত্রে মিলিয়ে পড়তে হয়। ইদগামের হরফ ৬টি ي ر م ل و ن: যেগুলিকে একত্রে يَرْمَلُوْنَ (ইয়ারমালূন) বলা হয়। এগুলির মধ্যে ي ن م و চারটি হরফকে ইদগামে বা-গুন্নাহ বলা হয়। যেগুলিকে একত্রে يَنْمُو (ইয়ানমূ) বলা হয়। এ সময় নূন সাকিনকে বাদ দিয়ে পরের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। বাকী ر ও ل দু'টি হরফকে ইদগামে বে-গুন্নাহ বলা হয়। যা গুন্নাহ ছাড়া সাধারণভাবে উচ্চারণ করতে হয়।

(ক) 'ইদগামে বা-গুন্নাহ'-র উদাহরণসমূহ :

(ي) فَمَنْ يَّعْمَلْ، مَنْ يَّشَآءُ، خَيْرًا يَّرَهٗ، عَيْنًا يَّشْرَبُ- (ن) مِنْ نُوْرٍ، مِنْ نِعْمَةٍ، شَيْءٍ نُكُرٍ، قَرْيَةٍ نَذِيْرًا-

(م) مِنْ مَّالٍ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ، كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ، عَذَابٌ مُّهِيْنٌ- (و) مِنْ وَّالٍ، مِنْ وَّاقٍ، أُمَّةً وَّاحِدَةً، وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ-

তবে يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ এবং نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ-এর ক্ষেত্রে ইদগামে বে-গুন্নাহ বা ইযহার হবে।

(খ) নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ر অথবা ل থাকলে **ইদগামে বে-গুন্নাহ** হয়। এই সময় নূন সাকিন ও তানভীন উচ্চারিত হয় না। যেমন,

(ر) مِنْ رَّبِّكَ، أَنْ رَّاٰهُ، عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ، شَيْءٍ رَّقِيْبًا- (ل) مِنْ لَّدُنَّا، يَكُنْ لَّهُ، خَيْرٌ لَّكَ، مَالًا لُّبَدًا-

(গ) একই শব্দে নূন সাকিনের ইদগাম হয় না। সমগ্র কুরআনে এরূপ মাত্র চারটি শব্দ রয়েছে। যেগুলিকে 'ইযহারে মুৎলাক্ব' বলা হয়। যেমন- الدُّنْيَا، قِنْوَانٌ، صِنْوَانٌ، بُنْيَانٌ

(৩) ইক্বলাব অর্থ বদল করা। ইক্বলাবের হরফ ১টি : ب (বা)। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ب হরফ আসলে তাকে م দ্বারা বদল করে 'সাধারণ গুন্নাহ' সহ পড়তে হয়। যেমন-

مَنْ بَعَثَنَا	لَيُنْبَذَنَّ	تُنْبِتُوْا	كِرَامٍ بَرَرَةٍ	جَزَآءً بِمَا	زَوْجٍ بَهِيْجٍ
مَمْ بَعَثَنَا	لَيُمْ بَذَنَّ	تُمْبِتُوْا	كِرَامِمْ بَرَرَةٍ	جَزَآئَمْ بِمَا	زَوْجِمْ بَهِيْجٍ

(৪) ইখফা অর্থ গোপন করা। নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ইখফা-র হরফ থাকলে তাকে নাকের বাঁশিতে গোপন করে সাধারণ গুন্নাহ্র সাথে পড়তে হয়। অনুস্বর (ং) উচ্চারিত হবে না।

ইখফা-র হরফ ১৫টি : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

(ক) নূন সাকিনের পর ص ض ط ظ ق ৫টি হরফ আসলে ইখফার গুন্নাহ মোটা হবে।

যেমন- عَنْ صَلَاتِهِمْ، مِنْ ضَعْفٍ، يَنْطِقُ، فَانْظُرُوْا، يَنْقَلِبُ

বাকী ১০টি হরফে নূন সাকিনের পর ইখফার গুন্নাহ চিকন হবে। যেমন-

كُنْتُمْ، مِنْ ثَمَرَةٍ، وَأَنْجَيْنَا، عِنْدَهُ، لِيُنْذِرَ، أَنْزَلْنَاهُ، مَا نَنْسَخْ، أَنْشَأَ، لِيُنْفِقْ، أَنْكَالًا

(খ) তানভীনের পর ص ض ط ظ ق ৫টি হরফ আসলে ইখফার গুন্নাহ মোটা হবে।

Contents

যেমন- صَفًّا صَفًّا، عَذَابًا ضِعْفًا، حَلٰلًا طَيِّبًا، قَوْمًا ظٰلِمِيْنَ، رِزْقًا قَالُوْا

বাকী ১০টি হরফে তানভীনের পর ইখফার গুন্নাহ চিকন হবে। যেমন-

جَنّٰتٍ تَجْرِي أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً لِكُلٍّ جَعَلْنَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ظِلٍّ ذِيْ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

رَجُلًا سَلَمًا غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ خَالِدًا فِيْهَا قَوْلًا كَرِيْمًا-

প্রশ্নমালা-১২

(১) 'নূন সাকিন ও তানভীন' কয়টি নিয়মে পড়া যায় এবং সেগুলি কি কি?

(২) 'ইযহার' কাকে বলে? উহার হরফ কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ ।

(৩) 'ইদগাম' কাকে বলে? উহার হরফ কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ ।

(৪) নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ر অথবা ل থাকলে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৫) 'ইক্বলাব' অর্থ কি? ইক্বলাবের হরফ কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৬) 'ইখফা' অর্থ কি? ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি?

(৭) নূন সাকিন বা তানভীনের পরে ইখফা-র হরফ থাকলে কিভাবে পড়তে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৮) তানভীনের পরে ইখফার হরফের কয়েকটি উদাহরণ বল/লেখ।

(৯) নিম্নের শব্দগুলি কোন কোন নিয়মে পাঠ করতে হয় বল?

مَنْ اَنْتَ، طَيْرًا أَبَابِيْلَ، مِنْ نُوْرٍ، خَيْرًا يَّرَهٗ، مِنْ رَّبِّكَ، مِنْ لَّدُنَّا، مَنْۢ بَعَثَنَا، كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ،

عَنْ صَلَاتِهِمْ، كُنْتُمْ، عِنْدَهٗ، حَلٰلًا طَيِّبًا، جَنّٰتٍ تَجْرِيْ، قَوْلًا كَرِيْمًا—

(১০) সূরা ফালাক্ব : قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

প্রথম ও দ্বিতীয় দাগটি ইখফা, তৃতীয়টি ইযহার, চতুর্থটি ইখফা, পঞ্চমটি ওয়াজিব গুন্নাহ, ষষ্ঠটি ইখফা এবং সপ্তমটি ইযহার।

প্রশ্ন : সূরা ফালাক্ব-এর মধ্যে ৪টি ইখফা, ১টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ২টি ইযহারের শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি, ব্যাখ্যাসহ বল/লেখ।

(১১) সূরা নাস : قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۝٤ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাগটি ওয়াজিব গুন্নাহ, চতুর্থটি ইখফা, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমটি ওয়াজিব গুন্নাহ।

প্রশ্ন : সূরা নাস-এর মধ্যে ৭টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ১টি ইখফার শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি, ব্যাখ্যাসহ বল/লেখ।

সবক-১২

‘মীম’ সাকিনের (أَحْكَامُ الْمِيْمِ السَّاكِنَةِ) হুকুম সমূহ :

আরবী বর্ণমালার সাথে ‘মীম’ সাকিন পাঠের হুকুম তিনটি : ইখফা, ইদগাম ও ইযহার।

‘ইখফা’ হয় ب-এর সাথে, ‘ইদগাম’ হয় م-এর সাথে এবং বাকী ২৬টি হরফের সাথে ‘ইযহার’ হয়।

(১) মীম সাকিনের ‘ইখফা’-র গুন্নাহ : মীম সাকিনের পর ب হরফ আসলে م-কে সাধারণ গুন্নাহ সহ নাকের বাঁশিতে লুকিয়ে ‘ইখফা’ করে পড়তে হয়। যেমন-

اَمْ بِهٖ، رَبَّهُمْ بِهِمْ، مِنْهُمْ بِاللهِ، اَنْتُمْ بَشَرٌ، وَمَا هُمْ بِالْغَيْبِ، يَعْتَصِمْ بِاللهِ، كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ-

(২) মীম সাকিনের ‘ইদগাম’-এর গুন্নাহ : মীম সাকিনের পর م আসলে উভয়কে সাধারণ গুন্নাহ সহ ‘ইদগাম’ করে পড়তে হয়। দুই ঠোঁটের সাথে উচ্চারণ হওয়ার কারণে একে ‘ইদগামে শাফাভী’ও বলা হয়। যেমন-

اَمْ مَّنْ، كَمْ مِّنْ، هُمْ مِّنْ، لَهُمْ مَّشَوْا، لَكُمْ مَّا، وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ، اَنْتُمْ مِّنْهُ-

(৩) মীম সাকিনের ‘ইযহার’ : মীম সাকিনের পরে ب ও م ব্যতীত বাকী ২৬টি হরফের কোন একটি থাকলে মীম সাকিনকে ‘ইযহার’ করে পড়তে হয়। উল্লেখ্য যে, মীম সাকিনের পর **واو** এবং **ف** আসলে তাকে ইযহার করতেই হবে। যাকে ‘ইযহারে খাছ’ বলা হয়। আলিফ (ا) হরকতযুক্ত হ’লে সেটি হামযাহ (أ) হয়ে যায়। সেকারণ ২৭টির স্থলে ২৬টি হরফ বলা হয়েছে। যেমন-

(أ) فَلَهُمْ اَجْرٌ، ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ- (ت) اَنْعَمْتَ، اَلَمْ تَرَ-(ث) لَهُمْ ثِيَابٌ، وَيْلَكُمْ ثَوَابُ-

(ج) لَهُمْ جَنّٰتٌ، لَهُمْ جُنْدٌ- (ح) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ، عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ-

(خ) لَهُمْ خَيْرٌ، فِيْهِمْ خَيْرًا- (د) لَكُمْ دِيْنُكُمْ، لَهُمْ دَرَجٰتٌ-

(ذ) لَهُمْ ذُوْقُوْا، بِهِمْ ذَرْعًا- (ر) لَهُمْ رِزْقٌ، مِنْكُمْ رَجُلٌ-

(ز) مِّنْهُمْ زَهْرَةً، فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ- (س) تُمْسُوْنَ، لَهُمْ سُلَّمٌ-

(ش) لَهُمْ شِرْكٌ، لَهُمْ شُرَكَآءُ-

(ص) لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا-

(ض) لَهُمْ ضَرًّا، عَلَيْهِمْ ضِدًّا-

(ط) عَلَيْهِمْ طَيْرًا، مِنْكُمْ طَوْلًا-

(ع) وَهُمْ عَلٰى، لَكُمْ عِنْدِىْ-

(غ) مِنْهُمْ غَيْرَ، لَهُمْ غُرَفٌ-

(ف) لَهُمْ فِيْهَا، لَكُمْ فَتْحٌ-

(ق) رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا، هُمْ قَوْمٌ-

(ك) لَكُمْ كَثِيْرًا، لَكُمْ كَيْدٌ-

(ل) اَمْ لَمْ، كَمْ لَبِثْتُمْ-

(ن) لَهُمْ نَارُ، لَكُمْ نَاصِحٌ-

(و) عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا، لَكُمْ وَلَدٌ-

(هـ) لَكُمْ هٰذِهٖ، لَهُمْ هُوْنُ-

(ي) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، لَمْ يَزِدْهُ-

প্রশ্নমালা-১৩

(১) 'মীম' সাকিনের হুকুম কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।

(২) মীম সাকিনের 'ইখফা'-র গুন্নাহ কিভাবে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৩) মীম সাকিনের 'ইদগাম'-এর গুন্নাহ কিভাবে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৪) মীম সাকিনের 'ইযহার' কিভাবে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৫) নীচের হরফগুলিতে মীম সাকিনের কোন কোন গুন্নাহ হবে, উদাহরণসহ বল/লেখ :

ب، م ، ث، ح، د، س، ط، ع، ف، ك، ن، ي

সবক-১৩

‘গুন্নাহ’ (الْغُنَّةُ) :

‘গুন্নাহ’ অর্থ নাকি সুরে আওয়ায করা। ‘গুন্নাহ’ মোট ৬টি। ১টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ৫টি সাধারণ গুন্নাহ। ‘ওয়াজিব গুন্নাহ’ হ’লে পূর্ণ এক শ্বাস পড়বে। ‘সাধারণ গুন্নাহ’ গুলিতে কিছু কম।

ওয়াজিব গুন্নাহ ১টি : নূন অথবা মীম-এর উপর তাশদীদ থাকলে তাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়। তখন অবশ্যই গুন্নাহ করে পূর্ণ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-

جَنَّةٌ، جَهَنَّمُ، حَنَّانٌ، مَنَّانٌ، خَنَّاسٌ، لَتَرَوُنَّ، لَتُسْأَلُنَّ، كَأَنَّهُنَّ، خَلَقَ الْجَانَّ،

اَمَّا، عَمَّ، حَمَّالَةٌ، هَمَّتْ، اللّٰهُمَّ، نِعِمَّا، اُمَّةٌ، هَلُمَّ، يَبْنَؤُمَّ، أُمَّ الْقُرَي ـ

সাধারণ গুন্নাহ ৫টি :

(১) নূন সাকিন ও তানভীনের পর ب আসলে তাকে م দ্বারা পরিবর্তন করে হালকা গুন্নাহ সহ পড়তে হয়। যাকে ‘ইক্বলাব’-এর গুন্নাহ বলে।

যেমন- تُنْبِتُ، اَنْبَأَكَ، صُمٌّ بُكْمٌ، رَجْعٌ بَعِيْدٌ

(২) নূন সাকিন ও তানভীনের ‘ইদগাম’-এর গুন্নাহ।

যেমন- مَنْ يَّفْعَلُ، لَنْ يَّقْدِرَ، شَرًّا يَّرَهُ، عِوَجًا وَّهُمْ

(৩) নূন সাকিনের ‘ইখফা’-র গুন্নাহ : যেমন- أَنْ تَمُوْتَ، مِنْ فُرُوْجٍ، مِنْ سُوْءٍ، تَنْقُصُ

(৪) মীম সাকিনের ‘ইদগাম’-এর গুন্নাহ : যেমন- عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، هُمْ مُبْصِرُوْنَ، هُمْ مُبْلِسُوْنَ

(৫) মীম সাকিনের পর ভিন্ন শব্দের শুরুতে ب আসলে তখন ‘ইখফা’-র গুন্নাহ হয় :

رَبَّهُمْ بِهِمْ، تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ، عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، كُنْتُمْ بِهِ، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ، أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ ـ

প্রশ্নমালা-১৪

(১) ‘গুন্নাহ’ অর্থ কি? গুন্নাহ কয়ভাবে বিভক্ত ও কি কি? বল/লেখ।

(২) ‘ওয়াজিব গুন্নাহ’ কাকে বলে? এ সময় কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৩) ‘সাধারণ গুন্নাহ’ কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।
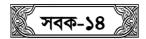
নূনে কুৎনী (اَلنُّوْنُ الْقُطْنِىُّ) :

(ক) ক্বাত্বান (اَلْقَطَنُ) অর্থ পাখির লেজের গোড়া। সেখান থেকে নূনে কুৎনী-এর পারিভাষিক অর্থ তানবীনের প্রতিনিধিত্বকারী যেরযুক্ত নূন, যা শব্দের নীচে বসে। তানবীনের বামে সাকিন হরফ থাকলে তানবীনের একটি হরকত বহাল রেখে অপর হরকতের স্থলে نِ দিয়ে পরের সাকিনের সাথে মিলিয়ে পড়া যায়। যেমন-

فِتْنَةُ ٍانْقَلَبَ হজ্জ ১১	خَيْرُ ٍاطْمَاَنَّ بِهٖ হজ্জ ১১	عَدْنِ ٍالَّتِىْ মারিয়াম ৬১	بِغُلٰمِ ٍاسْمُهٗ يَحْىٰ মারিয়াম ৭	فَلَهٗ جَزَآءَ ٍالْحُسْنٰى কাহফ ৮৮
بِزِيْنَةِ ٍالْكَوَاكِبِ ছাফফাত ৬	عَادُ ٍالْمُرْسَلِيْنَ শো'আরা ১২৩	يَوْمَئِذِ ٍالْحَقُّ ফুরক্বান ২৬	رَجُلُ ٍافْتَرٰى মুমিনূন ৩৮	سَوَآءَ ٍالْعَاكِفُ হজ্জ ২৫

(খ) তবে পূর্বের হরফে ওয়াক্বফ করলে পরের শব্দের সাথে আর যোগ করার দরকার হয় না।

যেমন- اَحَدُّ نِ اللّٰهُ বাক্যে اَحَدٌّ বলে থামলে পরের বাক্য اَللّٰهُ বলে শুরু হবে। উদাহরণ সমূহ :

مُّنِيْبِ ٍ ۨ اُدْخُلُوْهَا ক্ব-ফ ৩৩	مُرِيْبِ ۨ نِ الَّذِىْ ক্ব-ফ ২৫	عَلِيْمُ نِ الَّذِىْ ইয়াসীন ৭৯	اَلِيْمًا نِ الَّذِيْ নিসা ১৩৮
		اَحَدُّ نِ اللّٰهُ الصَّمَدُ ইখলাছ ২	قَدِيْرُ نِ الَّذِىْ মুলক ১

প্রশ্নমালা-১৫

(১) নূনে কুৎনী কাকে বলে? ব্যাখ্যা দাও।

(২) নূনে কুৎনীর দু'টি উদাহরণ দাও।

সবক-১৫

পোর ও বারীক (أَحْكَامُ التَّفْخِيْمِ وَالتَّرْقِيْقِ) :

‘পোর’ অর্থ মোটা করে পড়া এবং ‘বারীক’ অর্থ চিকন করে পড়া। নিম্নে নিয়ম সমূহ বর্ণিত হ’ল।-

১. হুরূফে মুস্তা‘লিয়াহ (اَلْحُرُوْفُ الْمُسْتَعْلِيَةُ)। যে সকল হরফ উচ্চারণ করতে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে ওঠে, সেই সকল হরফকে ‘হুরূফে মুস্তা‘লিয়াহ’ বলে। মুস্তা‘লিয়াহ হরফগুলি সর্বদা ‘পোর’ হয়ে থাকে। যা ৭টি : خ ص ض ط ظ غ ق যেগুলিকে একত্রে قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ (খুছ্ছা যাগত্বিন ক্বিয) বলা হয়।

উদাহরণ- خَالِدِيْنَ، صَادِقِيْنَ، ضَامِنِيْنَ، طَالِبِيْنَ، ظَالِمِيْنَ، غَافِلِيْنَ، قَانِتِيْنَ

২. হুরূফে মুস্তাফিলাহ (اَلْحُرُوْفُ الْمُسْتَفِلَةُ)। যে সকল হরফ উচ্চারণ করতে জিহ্বা নিম্নের দিকে পতিত হয়, সে সকল হরফকে ‘হুরূফে মুস্তাফিলাহ’ বলা হয়। যা সর্বদা বারীক হয়ে থাকে। ‘হুরূফে মুস্তাফিলাহ’ ২২টি। যেমন-

ا ء ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه ي

আলিফ হরকত যুক্ত হ’লে তা হামযাহ হয়ে যায় বিধায় নিম্নে ২১টির উদাহরণ দেওয়া হ’ল। যেমন-

بَاسِطُوْنَ تَابِعُوْنَ ثَابِتُوْنَ جَاهِدُوْنَ حَامِدُوْنَ دَاخِلُوْنَ ذَاكِرُوْنَ

رَاحِمُوْنَ زَارِعُوْنَ سَاجِدُوْنَ شَاكِرُوْنَ عَابِدُوْنَ فَاضِلُوْنَ كَافِرُوْنَ

لَاعِبُوْنَ مَاهِدُوْنَ نَاصِرُوْنَ وَارِثُوْنَ هَالِكُوْنَ آيِبُوْنَ يَغُوْصُوْنَ-

৩. ‘আল্লাহ’ পড়ার নিয়ম :

(১) ‘আল্লাহ’ শব্দের পূর্বে যবর হ’লে ‘লাম’ পোর হবে। যেমন-

قَالَ اللّٰهُ، شَهِدَ اللّٰهُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ، خَتَمَ اللّٰهُ، فَتَحَ اللّٰهُ، سُبْحٰنَ اللّٰهِ، عَهْدَ اللّٰهِ، عَلَى اللّٰهِ، مِنَ اللّٰهِ-

(২) ‘আল্লাহ’ শব্দের পূর্বে পেশ হ’লে ‘লাম’ পোর হবে। যেমন-

اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ، عَلَيْهُ اللّٰهَ، اَمْرُ اللّٰهِ، عَبْدُ اللّٰهِ، رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَضْلُ اللّٰهِ، رَفَعَهُ اللّٰهُ، قَالُوا اللّٰهُمَّ-

উল্লেখ্য যে, পোর পড়ার সময় মুখ গোল না করে স্বাভাবিকভাবে মোটা স্বরে পড়বে।

(৩) 'আল্লাহ' শব্দের পূর্বে যের হ'লে 'লাম' বারীক হবে। যেমন-

اَعُوْذُبِاللهِ، بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُلِلّٰهِ، اِنَّالِلّٰهِ، مِنْ عِنْدِاللهِ، مَايَفْتَحِ اللهُ، بِاٰيٰتِ اللهِ، قُلِ اللّٰهُمَّ-

৪. 'লাম' হরফ পড়ার নিয়ম (أَحْكَامُ اللَّامِ) :

(১) 'আল্লাহ' শব্দ ব্যতীত বাকী সকল শব্দে 'লাম' বারীক হবে। যেমন-

اَلَّذِىْ، اَلَّتِىْ، كَلَّا، كُلِّهٖ، كُلَّهٗ، كُلُّهٗ، ظَلَّ، وَلُّهُمْ-

(২) হুরূফে ক্বামারী বা ১৪টি চন্দ্রবর্ণের সাথে 'লাম' সর্বদা 'ইযহার' বা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হবে। যেমন-

الْقَمَرُ، الْبَصَرُ، الْاِيْمَانُ، اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، وَالْفُسُوْقَ، وَالْعِصْيَانَ، الْغَيْبُ، الْيَوْمُ، الْعَرْشُ-

(৩) হুরূফে শামসী বা ১৪টি সূর্যবর্ণের সাথে 'লাম' সর্বদা 'ইদগাম' হবে। যা মুখে উচ্চারিত হবে না। যেমন-

الشَّمْسُ، النُّجُوْمُ، السُّوْٓءُ، الدَّوَآبُّ، الذَّنْبُ، التَّوْبُ، الظَّآنِّيْنَ، الرُّجْزَ، النَّاسُ، النَّارُ-

৫. 'র' পোর ও বারীক পড়ার নিয়ম সমূহ (أَحْكَامُ الرَّاءِ) :

(ক) সাত অবস্থায় 'র' পোর বা মোটা করে পড়তে হয়।-

(১) 'র' বর্ণের উপর এক পেশ বা দু'পেশ হ'লে 'র' পোর হবে। যেমন-

رُبَّمَا، رُزِقْنَا، رُحَمَآءُ، عِشْرُوْنَ، صَابِرُوْنَ، يُبَشِّرُهُمْ، سُرُرٌ، غَفُوْرٌ، شَكُوْرٌ، مُنْذِرٌ-

(২) 'র' বর্ণের উপর এক যবর বা দু'যবর হ'লে 'র' পোর হবে। যেমন-

رَبٌّ، رَسُوْلٌ، رَحْمٰنٌ، رَحِيْمٌ، فِرَاشًا، عَلٰى بَصِيْرَةٍ، سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا، بِشَرَرٍ، جِهَارًا-

(৩) 'র' সাকিনের ডাইনে পেশ হ'লে 'র' পোর হবে। যেমন-

اُرْكُضْ، وَانْصُرْنَا، قُرْاٰنٌ، فُرْقَانٌ، فَاهْجُرْ، لَاتَكْفُرْ، اَنِ اشْكُرْ، غُرْفَةً، تُرْحَمُوْنَ-

(৪) 'র' সাকিনের ডাইনে যবর হ'লে 'র' পোর হবে। যেমন-

اَرْسَلْنَا، فَاَثَرْنَ، سَخَّرْنَا، وَارْزُقْنَا، وَارْحَمْنَا، بَرْقٌ، قَرْيَةٌ، مِنْ خَرْدَلٍ، الْاَرْضُ، الْمَرْجَانُ-

(৫) 'র'-এর পূর্বে 'ইয়া' ব্যতীত অন্য কোন সাকিন হরফ থাকলে এবং তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ থাকলে 'র' পোর হবে। যেমন-

وَالْعَصْرِ ۝ الْقَدْرِ ۝ الْاُمُوْرُ ۝ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

(৬) 'র' সাকিনের ডাইনে 'কাসরায়ে 'আরেযী' বা সাময়িক যের হ'লে 'র' পোর হবে। যেমন-

اَمِ ارْتَابُوْٓا، لِمَنِ ارْتَضٰى، رَبِّ ارْجِعُوْنِ، اِنِ ارْتَبْتُمْ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اِرْكَبْ، اِرْجِعِىْٓ-

(৭) একই শব্দে 'র' সাকিনের ডাইনে আসল যের থাকলে এবং বামে কোন 'হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ' (خ ص ض ط ظ غ ق) থাকলে 'র' পোর হবে। যেমন- مِرْقَاةٌ، مِرْخَاةٌ، مِرْطَابٌ، مِرْغَاةٌ। পবিত্র কুরআনে এরূপ মাত্র পাঁচটি শব্দ রয়েছে। সেগুলি হ'ল-

فِيْ قِرْطَاسٍ، فِرْقَةٍ، وَاِرْصَادًا، مِرْصَادًا، لَبِالْمِرْصَادِ-

(ফজর ১৪), (নাবা ২১), (তওবা ১০৭), (তওবা ১২২), (আন'আম ৭)

(খ) পাঁচ অবস্থায় 'র' বারীক বা চিকন করে পড়তে হয়।-

(১) 'র' বর্ণের নীচে এক যের বা দুই যের হ'লে 'র' বারীক হবে। চাই তা শব্দের শুরুতে, মধ্যে বা শেষে হৌক। যেমন-

رِزْقًا، رِجَالٌ، اَرِنَا، اَلْقَارِعَةُ، فَالْفٰرِقٰتِ، وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مِنْ فُطُوْرٍ-

(২) একই শব্দে 'র' সাকিনের ডাইনে আসল যের থাকলে এবং বামে 'হুরফে মুস্তাফিলাহ' থাকলে 'র' বারীক হবে। যেমন-

فِرْعَوْنَ، لَشِرْذِمَةٌ، شِرْعَةٌ، مِرْيَةٌ، الْفِرْدَوْسُ، اَبْصِرْ بِهٖ، مُنْهَمِرٍ ۝ قَدْ قُدِرَ ۝ وَلَا نَاصِرٍ ۝

(৩) ওয়াক্বফের অবস্থায় 'র' সাকিনের পূর্বের হরফ 'ইয়া সাকিন' হ'লে 'র' বারীক হবে। যেমন-

قَدِيْرٌ ۝ بَصِيْرٌ ۝ خَبِيْرٌ ۝ كَبِيْرٍ ۝ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝ كَانَ نَكِيْرِ ۝ مِنَ الطَّيْرِ، مِنْ خَيْرٍ، لَاضَيْرَ

(৪) ওয়াক্বফের অবস্থায় 'র'-এর পূর্বে 'ইয়া' ব্যতীত অন্য কোন সাকিন হরফ থাকলে এবং তার পূর্বের হরফ যের বিশিষ্ট হ'লে 'র' বারীক হবে। যেমন-

ذِى الذِّكْرِ ۝ مِنَ السِّحْرِ لِذِىْ حِجْرٍ ۝ وَلَا بِكْرٌ عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ

(৫) 'র' সাকিনের পরে কোন 'হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ' থাকলে এবং সেটি পৃথক শব্দে হ'লে উক্ত 'র' বারীক হবে। যেমন-

اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا-

জ্ঞাতব্য :

(১) সূরা শো'আরা ৬৩ আয়াতে كُلُّ فِرْقٍ-এর 'র' পোর ও বারীক দু'টিই পড়া যায়।

(২) 'র' মুশাদ্দাদ হ'লে তার নিজস্ব হরকত অনুযায়ী পোর অথবা বারীক পড়বে।

যেমন سِرًّا، مَرَّتَيْنِ পোর হবে। পক্ষান্তরে دُرِّيٌّ، حُرِّمَتْ বারীক হবে।

(৩) ওয়াক্বফের অবস্থায় مِصْرَ-এর 'র' পোর হবে।

(৪) ওয়াক্বফের অবস্থায় عَيْنَ الْقِطْرِ، اِذَا يَسْرِ، عَذَابِيْ وَنُذُرِ-এর 'র' বারীক হবে।

(৫) কুরআন মাজীদে মাত্র একটি স্থানে 'এমালাহ' হওয়ার কারণে 'র'-কে যের ধরে অল্প টেনে বারীক পড়তে হয়। যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا (মাজ্‌রে-হা; হূদ ৪১ আয়াত)।

প্রশ্নমালা-১৬

(১) 'পোর' ও 'বারীক' অর্থ কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(২) 'আল্লাহ' অথবা 'লাম' হরফ পড়ার নিয়ম সমূহ উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৩) 'র' কয় অবস্থায় পোর বা মোটা করে পড়তে হয় এবং সেগুলি কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৪) 'র' কয় অবস্থায় বারীক বা চিকন করে পড়তে হয়? সেগুলি কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৫) নীচের শব্দগুলির কোনটি কি কারণে 'পোর' অথবা 'বারীক' পড়তে হয় বল/লেখ-

سُرُرٌ، رَسُوْلٌ، قُرْاٰنٌ، وَالْعَصْرِ، فِرْقَةٍ، رِجَالٌ، مِنْ خَيْرٍ، مِنَ السِّحْرِ، فَاصْبِرْ صَبْرًا، حُرِّمَتْ، مَرَّتَيْنِ، مِصْرَ، اِذَا يَسْرِ

যরূরী জ্ঞাতব্য সমূহ

(المعلومات الضرورية)

আল-আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى) বা আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক..' (আ'রাফ ৭/১৮০)। বিদ্বানগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহ থেকে আল্লাহ্র দুই শতাধিক গুণবাচক বা 'ছিফাতী' নাম সাব্যস্ত করেছেন *(তাফসীর কুরতুবী)*। এগুলিকে 'আসমাউল হুসনা' বলা হয়। তন্মধ্যে যেকোন ৯৯টি নাম মুখস্থ রাখা আবশ্যক। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলি গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন'।[১৭] এর অর্থ হ'ল ঐ নামগুলো অর্থ সহ মুখস্থ করবে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে *(ফাৎহুল বারী)*।

আল্লাহ হ'ল ইসমে যাত বা আল্লাহ্র সত্তাগত নাম। আর এটাই হ'ল তাঁর ইসমে আ'যম বা সর্বোচ্চ নাম। যার কোন অনুবাদ হয় না এবং যার কোন দ্বিবচন, বহুবচন বা স্ত্রীলিঙ্গ নেই। বাকী সবগুলি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও সনাতন। যা সবদিক দিয়ে সর্বোচ্চ। যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। এই নামের কোন শরীক নেই এবং তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। 'আল্লাহ' বলে ডাকলে আর কারু ডাকার প্রয়োজন হয় না। কাউকে অসীলা বা শরীক মানতে হয় না। আল্লাহ্র দয়াগুণ বান্দার দয়াগুণের চেয়ে সর্বোচ্চ। যখনই বান্দা আল্লাহকে 'রহমান' ও 'রহীম' বলে ডাকবে, তখনই তাঁর অসীম দয়া ও করুণার কথা বান্দার মনের মধ্যে ভেসে উঠবে। তাতে সে হতাশা থেকে বেঁচে যাবে। সে পুনরায় আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসা করে বিপুল উৎসাহে কাজ শুরু করবে। সে অন্য কারু দয়া কামনা করবে না এবং কাউকে অসীলা মানবে না ও শরীক করবে না। একেই বলে 'তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত' অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব। এভাবে অবস্থাভেদে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহ ধরে ডাকলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন *(মুমিন ৪০/৬০)*। যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকবে 'ইয়া রাযযাকু'! (হে রূযীদাতা!)। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বলবে 'ইয়া মানে'উ' (হে

---

১৭. বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।

বিপদহন্তা!)। পথহারা ব্যক্তি বলবে, 'ইয়া হাদী' (হে পথপ্রদর্শক!)। রোগী বলবে, 'ইয়া শাফী' (হে আরোগ্য দানকারী!) ইত্যাদি।

আল্লাহ্‌র নামসমূহ দুইভাগে বিভক্ত : সত্তাগত ও কর্মগত। সত্তাগত নাম 'আল্লাহ'। কর্মগত নাম অনেকগুলি। যেমন 'খালেক্ব' (সৃষ্টিকর্তা), 'রাযযাক্ব' (রূযীদাতা), 'মুহঈ' (জীবনদাতা), 'মুমীত' (মৃত্যুদাতা) ইত্যাদি। আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য এই নামগুলি সাব্যস্ত করেছেন। অতএব তাঁর নাম ও নামীয় সত্তা এক। যেমন ব্যক্তির নাম ও তার নামীয় সত্তা এক। 'কথা বলা' আল্লাহ্‌র সত্তাগত গুণ (নাহল ১৬/৪০)। কারু নাম ও কথা যেমন তার নিজস্ব, তেমনি আল্লাহ্‌র নাম ও কথা তাঁর নিজস্ব। সেকারণ আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআন তাঁর নিজস্ব। যা তাঁর সত্তার সঙ্গে যুক্ত। তা পৃথক কোন সৃষ্টবস্তু নয়। আল্লাহ বলেন, 'রহমান'। 'যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন'। 'যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' (রহমান ৫৫/১-৩)। এখানে আল্লাহ কুরআন ও মানুষকে একত্রে বর্ণনা করেছেন এবং মানুষকে কুরআন শিক্ষা করতে বলেছেন। যদি কুরআন সৃষ্টবস্তু হ'ত, তাহ'লে তিনি বলতেন, خَلَقَ الْقُرْآنَ وَالْإِنْسَانَ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন কুরআন ও মানুষ'। অতএব কুরআন আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। যার ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ্‌র। যা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। যার পরিবর্তনকারী কেউ নেই' (আন'আম ৬/১১৫)। একদল মানুষ কুরআনকে 'সৃষ্টবস্তু' বলেন। অনেকে সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অংশ মনে করে 'যত কল্লা তত আল্লাহ' বলেন। অনেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র নূর ধারণা করে তাঁকে 'নূরের নবী' বলেন। সবই ভ্রান্ত আক্বীদা। এসব থেকে তওবা করা আবশ্যক।

প্রসিদ্ধ ৯৯টি আসমাউল হুসনা নিম্নরূপ :[১৮]

নামগুলি সহজে ও দ্রুত মুখস্থ করার জন্য নিম্নের সূত্র অনুসরণ করুন। একদমে ১০টি নাম বলতে না পারলে মাঝখানে থামুন ও পুনরায় আলিফ যবর দিয়ে সেখান থেকে শুরু করুন। যেমন 'রহীম' বলে থেমে পুনরায় 'আররহীম' বলে শুরু করা।

---

১৮. বর্ণিত ৯৯টি নামের সবই তিরমিযী হা/৩৫০৭ হ'তে গৃহীত। এছাড়াও তিরমিযী হা/৩৪৭৫, ৩৫৪৪; আবুদাঊদ হা/১৪৯৩, ১৪৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭-৫৮; নাসাঈ হা/১৩০০ হ'তে 'ছহীহ' সনদে অন্যান্য নামসমূহ বর্ণিত হয়েছে; মিশকাত হা/২২৮৮-৯০। ইমাম তিরমিযী বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটি (হা/৩৫০৭) 'গরীব'। তবে এটি ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনায় ছহীহ সনদে একত্রে আল্লাহ্‌র নামসমূহের উল্লেখ আছে বলে আমরা জানতে পারিনি। আলবানী (রহঃ) নামগুলির বর্ণনাকে 'যঈফ' বলেছেন। একই রাবী থেকে হাকেম-এর বর্ণনায় 'হান্নান ও মান্নান' দু'টি নাম এসেছে *(হাকেম হা/৪২, ১/১৭ পৃ.)*। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ছহীহ হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম (পূর্ণ উপলব্ধির সাথে) গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। চাই সে নামগুলি আমাদের সংকলিত হাদীছ সমূহ থেকে হৌক, কিংবা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে হৌক' (বায়হাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ (ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান : হাদীছ একাডেমী, তাবি) *১৪-১৫ পৃ.)*। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মাসিক আত-তাহরীক, ১৯/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৮৪)।

সূত্র : হু, মু, ক্ব-, লা, হা; শা, মু, মু, মু, যা।

هُوَ اللهُ الَّذِى لآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ، হুওয়াল্ল-হুল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়ার্ রহমা-নুর রহীমুল মালিকুল কুদ্দূসুস সালা-মুল মু'মিনুল মুহায়মিনুল 'আযীযুল জাব্বা-র। [তিনি (১) 'আল্লাহ' যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি (২) পরম করুণাময় (৩) অসীম দয়ালু (৪) অধিপতি (৫) পবিত্র (৬) শান্তি (৭) নিরাপত্তা দানকারী (৮) তত্ত্বাবধানকারী (৯) পরাক্রমশালী (১০) বাধ্যকারী]	هُــ ১০টি
اَلْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ، আলমুতাকাব্বিরুল খ-লিকুল বা-রিউল মুছাওভিরুল গফ্ফা-রুল ক্বহ্হা-রুল ওয়াহ্হা-বুর রয্যা-কুল ফাত্তা-হুল 'আলীম। [(১১) অহংকারের অধিকারী (১২) সৃষ্টিকর্তা (১৩) নতুন সৃষ্টিকারী (১৪) আকৃতি দানকারী (১৫) বারবার ক্ষমাকারী (১৬) প্রতাপশালী (১৭) অধিক দাতা (১৮) রূযীদাতা (১৯) উন্মুক্তকারী (২০) সর্বজ্ঞ]	مُ ১০টি = ২০
اَلْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ، আলক্ব-বিযুল বা-সিতুল খ-ফিযুর র-ফি'উল মু'ইয্যুল মুযিল্লুস সামী'উল বাছীরুল হাকামুল 'আদ্লু । [(২১) সংকোচনকারী (২২) প্রসারকারী (২৩) নীচুকারী (২৪) উঁচুকারী (২৫) সম্মান দানকারী (২৬) হীনকারী (২৭) সর্বশ্রোতা (২৮) সর্বদ্রষ্টা (২৯) ফায়ছালাকারী (৩০) ন্যায়নিষ্ঠ]	قَ ১০টি = ৩০
اَللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ، আললাত্বীফুল খবীরুল হালীমুল 'আযীমুল গফূরুশ শাকূরুল 'আলিইয়ুল কাবীরুল হাফীযুল মুক্বীত।	لَ ১০টি =৪০

[(৩১) সূক্ষ্মদ্রষ্টা (৩২) সম্যক অবহিত (৩৩) সহনশীল (৩৪) মহান (৩৫) ক্ষমাশীল (৩৬) গুণগ্রাহী (৩৭) সর্বোচ্চ (৩৮) বড় (৩৯) হেফাযতকারী (৪০) শক্তিধর]	
اَلْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ، আলহাসীবুল জালীলুল কারীমুর রক্বীবুল মুজীবুল ওয়া-সি'উল হাকীমুল ওয়াদূদুল মাজীদুল বা-'ইছ। [(৪১) হিসাব গ্রহণকারী (৪২) মহিমময় (৪৩) দয়ালু (৪৪) সদা প্রহরী (৪৫) প্রার্থনা কবুলকারী (৪৬) প্রশস্ত (৪৭) প্রজ্ঞাময় (৪৮) পরম বন্ধু (৪৯) মর্যাদা মণ্ডিত (৫০) পুনরুত্থানকারী]	حَ ১০টি =৫০
اَلشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ، আশশাহীদুল হাক্কুল ওয়াকীলুল ক্বভিইয়ুল মাতীনুল ওয়ালিইয়ুল হামীদুল মুহ্‌ছিল মুব্‌দিউল মু'ঈদ। [(৫১) সাক্ষী (৫২) সত্য (৫৩) কর্মবিধায়ক (৫৪) ক্ষমতাধর (৫৫) মযবুত (৫৬) অভিভাবক (৫৭) প্রশংসিত (৫৮) গণনাকারী (৫৯) সূচনাকারী (৬০) পুনরাবৃত্তিকারী]	شَ ১০টি =৬০
اَلْمُحْيِى الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ، আলমুহ্‌য়িল মুমীতুল হাইয়ুল ক্বইয়ূমুল ওয়া-জিদুল মা-জিদুল ওয়া-হিদুছ ছমাদুল ক্বা-দিরুল মুক্বতাদির। [(৬১) জীবন দানকারী (৬২) মৃত্যু দানকারী (৬৩) চিরঞ্জীব (৬৪) সবকিছুর ধারক (৬৫) সম্পদময় (৬৬) মর্যাদাবান (৬৭) এক (৬৮) অমুখাপেক্ষী (৬৯) ক্ষমতাশালী (৭০) প্রতাপান্বিত]	مُ ১০টি =৭০

اَلْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ، আলমুক্বদ্দিমুল মুআখখিরুল আউওয়ালুল আ-খিরুয য-হিরুল বা-ত্বিনুল ওয়া-লিল মুতা'আ-লিল বার্রুত তাউওয়া-ব। [(৭১) অগ্রসরকারী (৭২) পশ্চাতকারী (৭৩) আদি (৭৪) অন্ত (৭৫) প্রকাশ্য (৭৬) গোপন (৭৭) শাসক (৭৮) সর্বোচ্চ (৭৯) কল্যাণকারী (৮০) অধিক তওবা কবুলকারী]	مُ ১০টি =৮০
اَلْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ، আলমুনতাক্বিমুল 'আফুউভুর রউফু মা-লিকুল মুল্‌কি যুল-জালা-লি ওয়াল ইকরা-মিল মুক্বসিতুল জা-মি'উল গণিইয়ুল মুগণিল মা-নি'। [(৮১) প্রতিশোধ গ্রহণকারী (৮২) মার্জনাকারী (৮৩) স্নেহময় (৮৪) রাজ্যাধিকারী (৮৫) মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী (৮৬) ন্যায়বিচারকারী (৮৭) জমাকারী (৮৮) ধনী (৮৯) অভাব মোচনকারী (৯০) বিপদহন্তা]	مُ ১০টি =৯০
اَلضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ– আযয-র্রুন না-ফি'উন নূরুল হা-দিল বাদী'উল বা-ক্বিল ওয়া-রিছুর রশীদুছ ছবূর্। [(৯১) অনিষ্টকারী* (৯২) উপকারকারী (৯৩) জ্যোতি (৯৪) পথপ্রদর্শক (৯৫) অস্তিত্বে আনয়নকারী (৯৬) চিরস্থায়ী (৯৭) উত্তরাধিকারী (৯৮) সুপথ প্রদর্শনকারী (৯৯) অধিক ধৈর্যশীল।] * অর্থাৎ তিনি অনিষ্ট পৌঁছান যাকে চান। তিনি না চাইলে অনিষ্ট করার ক্ষমতা কারু নেই।	ضَ ৯টি =৯৯

আক্বীদা

১. তাওহীদ : অর্থ, আল্লাহ্র একত্ববাদ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাওহীদ তিন প্রকার : (ক) তাওহীদুর রুবূবিয়াহ (খ) তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত (গ) তাওহীদুল ইবাদাহ বা উলূহিয়াহ। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রতিপালনে একত্ব, নাম ও গুণাবলীর একত্ব এবং ইবাদত ও উপাসনায় একত্ব। নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৯]

২. শিরক : অর্থ, আল্লাহ্র সত্তা বা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। শিরক প্রথমতঃ দুই প্রকার : বড় শিরক ও ছোট শিরক। ছোট শিরক হ'ল রিয়া ও শ্রুতি। অর্থাৎ লোক দেখানো বা শুনানোর জন্য ইবাদত করা। যা শিরকের পরে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। বড় শিরক পাঁচ প্রকার : (ক) জ্ঞানগত শিরক (খ) ইবাদতে শিরক (গ) ব্যবহারগত শিরক (ঘ) অভ্যাসগত শিরক (ঙ) ভালবাসায় শিরক। তওবা ব্যতীত আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না (নিসা ৪৮; যুমার ৫৩)।

৩. সুন্নাত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, কর্ম ও সম্মতিকে 'সুন্নাহ' বা হাদীছ বলে। জান্নাত পাওয়ার জন্য সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য।[২০]

৪. বিদ'আত : দ্বীনের নামে সৃষ্ট কোন নতুন প্রথাকে বিদ'আত বলে। সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম (নাসাঈ হা/১৫৭৮)।

৫. ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত : 'ঈমান' অর্থ, আল্লাহ্র প্রতি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। পারিভাষিক অর্থে, ঈমান হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম; যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না। 'ইসলাম' অর্থ, আত্মসমর্পণ করা। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সমূহ মান্য করা। 'ইবাদত' অর্থ, উপাসনা করা। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র উপাসনা করা ও সার্বিক জীবনে তাঁর দাসত্ব করা। আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য (যারিয়াত ৫৬)। একে বলে তাওহীদুল ইবাদাহ। আর তাওহীদে ইবাদতে বিশ্বাস না করলে কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারবে না।

৬. ফেরেশতাগণের পরিচয় :

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। তারা সর্বদা আল্লাহ্র হুকুমে বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এঁদের সংখ্যা অগণিত। এঁদের মধ্যে চারজন শ্রেষ্ঠ : (১) জিব্রীল। যিনি ফেরেশতাদের সরদার। ইনি নবীগণের নিকট আল্লাহ্র 'অহি' বহন করে নিয়ে আসেন ও অন্যান্য বড় বড় কাজ করেন। (২) মীকাঈল। যিনি বৃষ্টি বহন করেন। (৩) মালাকুছ ছূর। যিনি 'ইস্রাফীল' নামে পরিচিত। যিনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। (৪) মালাকুল মঊত। যিনি 'আযরাঈল' নামে পরিচিত। ইনি সৃষ্টি জগতের জান কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

---

১৯. আ'রাফ ৭/৪০; মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৩৭; বুখারী হা/ ৯৯, মিশকাত হা/৫৫৭৪; বুখারী হা/১৩৯৭, মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৪।

২০. আলে ইমরান ৩/৩১-৩২; হাশর ৫৯/৭; বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১, মিশকাত হা/১৪৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; আহমাদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৭. নবীগণের পরিচয় :

'নবী' অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণীবাহক। 'রসূল' অর্থ, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ ও মা'ছূম। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সরল পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ যুগে যুগে ৩১৫ জন রাসূল সহ ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।[২১] তন্মধ্যে হযরত আদম (*'আলাইহিস সালাম*) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী এবং বিবি 'হাওয়া' ছিলেন আদি মাতা। হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন মানব জাতির প্রথম রাসূল এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন 'নবীগণের পিতা'। তাঁর বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (*ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) ছিলেন শেষনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। কুরআন মাজীদে মোট ২৫ জন নবীর নাম বর্ণিত হয়েছে। যা নিম্নরূপ :[২২]

إِبْرَاهِيْمُ ইবরাহীম	صَالِحٌ ছালেহ	هُوْدٌ হূদ	اِدْرِيْسُ ইদরীস	نُوْحٌ নূহ	اٰدَمُ আদম (আঃ)
اَيُّوْبُ আইয়ূব	يُوْسُفُ ইউসুফ	يَعْقُوْبُ ইয়াকূব	اِسْحٰقُ ইসহাক্ব	اِسْمٰعِيْلُ ইসমাঈল	لُوْطٌ লূত্ব
سُلَيْمٰنُ সুলায়মান	دَاوٗدُ দাঊদ	يُوْنُسُ ইউনুস	هٰرُوْنُ হারূণ	مُوْسٰى মূসা	شُعَيْبٌ শু'আয়েব
عِيْسٰى ঈসা	ذُوالْكِفْلِ যুল-কিফল	يَحْيٰى ইয়াহইয়া	زَكَرِيَّا যাকারিয়া	اَلْيَسَعُ আল-ইয়াসা'	اِلْيَاسُ ইলিয়াস
مُحَمَّدٌ মুহাম্মাদ (ছাঃ)					

৮. হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল :

(ক) শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (*ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*) মক্কার বিখ্যাত কুরায়েশ বংশের হাশেমী গোত্রে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। চান্দ্রবর্ষ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪ দিন। মা আমেনার গর্ভে থাকাকালীন তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান এবং তিনি পিতৃহীন ইয়াতীম অবস্থায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ও পরে চাচা আবু তালিবের নিকট লালিত-পালিত হন।

---

২১. হাকেম হা/৪১৬৬; আহমাদ হা/২১৫৮৬; মিশকাত হা/৫৭৩৭; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

২২. ইবনু কাছীর, সূরা নিসা ১৬৩-৬৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ২৫ জন নবীর কাহিনী সম্বলিত নবীদের কাহিনী ১, ২, ৩ পাঠ করুন!

(খ) নবুঅতকাল : তিনি ৪০ বছর বয়সে নবী হন। অতঃপর মক্কায় ১৩ বছর ও মদীনায় ১০ বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর নবুঅতকাল ছিল মোট ২৩ বছর। তিনি মানুষকে অহি-র বিধান মেনে চলতে বলেন। কিন্তু লোকেরা বাপ-দাদার প্রথা মেনে চলতে চায়। ফলে সমাজনেতাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে কাফের-মুনাফিক ও ইহূদীদের অব্যাহত চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও তিনি আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সমাজে ইসলামী বিধান সমূহ কায়েমে সক্ষম হন। অতঃপর ১০ম হিজরী শেষে বিদায় হজ্জের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভের সুসংবাদ নিয়ে সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত নাযিল হয়।

(গ) মৃত্যু ও কবর : বিদায় হজ্জের ৮১ দিন পর ১১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৩] অতঃপর স্বীয় বাসকক্ষে কবরস্থ হন। পরবর্তীতে তাঁর পাশে তাঁর দুই মহান সাথী হযরত আবুবকর ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-কে পরপর দাফন করা হয়। মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধির ফলে তা এখন সেখানে পৃথক দেওয়ালের মধ্যে ঘেরা অবস্থায় রয়েছে।

৯. খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয় :

রাসূলুল্লাহ (*ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর মৃত্যুর পর তাঁর অতীব নিকটবর্তী চারজন খলীফাকে খুলাফায়ে রাশেদীন বা হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফা বলা হয়। যাঁরা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ইসলামী খেলাফত পরিচালনা করেন। তাঁদের প্রত্যেকে ছিলেন কুরায়েশ বংশীয়। প্রথম দু'জন ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর এবং পরের দু'জন ছিলেন জামাতা।

(১) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)। (২) হযরত ওমর ফারূক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)। (৩) হযরত ওছমান গণী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)। (৪) হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)। এঁরা 'খুলাফায়ে রাশেদীন' নামে খ্যাত। যেকোন মতভেদে নবীর সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মেনে চলা মুমিনের কর্তব্য।[২৪]

১০. হারামায়েন-এর পরিচয় : মক্কায় বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর কা'বাগৃহ অবস্থিত। সেখানে হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় তওয়াফ করতে হয়। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদ বা মসজিদে নববী অবস্থিত। মক্কা ও মদীনার দুই হারামকে একত্রে 'হারামায়েন' বলা হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) মক্কা ও মদীনাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত 'হারাম' বা মহাসম্মানিত করেছেন।[২৫] এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সকল প্রকার বিদ'আত নিষিদ্ধ।[২৬] কেবল এই দুই পবিত্র নগরীতে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।[২৭]

---

২৩. ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দু'টিই সোমবারে হয়েছিল। কোন্ তারিখ সেটা বলা নেই। অতএব সোমবার ঠিক রাখতে গেলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৯ই রবীউল আউয়ালই সঠিক জন্ম তারিখ হয়, ১২ই রবীউল আউয়াল নয়, যা প্রসিদ্ধ আছে। একইভাবে সঠিক হিসাব মতে তাঁর মৃত্যু তারিখ ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার' (দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃঃ)। নবী ও ছাহাবীগণ কখনো তাদের জন্ম দিবস ও মৃত্যু দিবস পালন করেননি। অতএব আমাদেরও এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

২৪. আহমাদ ১৭১৮৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, মিশকাত ১৬৫; ছহীহাহ ২৭৩৫; ইবনু মাজাহ ৪৩; ছহীহাহ ৯৩৭।

২৫. মুসলিম হা/১৩৭৪; মিশকাত হা/২৭৩২।

২৬. বুখারী হা/১৮৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৩; মিশকাত হা/২৭১৫। বুখারী হা/১৮৭০; মুসলিম হা/১৩৭০; মিশকাত হা/২৭২৮।

২৭. বুখারী হা/১৮৭৯; মুসলিম হা/২৯৪২; মিশকাত হা/৫৪৮১-৮২ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামত প্রাক্কালের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ।

১১. কুতুবে সিত্তাহ : হাদীছের কিতাবসমূহের মধ্যে ছহীহ হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয়খানা কিতাবকে একত্রে কুতুবে সিত্তাহ (الْكُتُبُ السِّتَّةُ) বলা হয়। এগুলি হ'ল বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ। বুখারী ও মুসলিমের সব হাদীছ ছহীহ। সেকারণ এ দু'খানা কিতাবকে একত্রে 'ছহীহায়েন' বলা হয়। বাকীগুলিতে কিছু কিছু যঈফ হাদীছ রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার মধ্যেই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

১২. জান্নাত ও জাহান্নামের নামসমূহ :

জান্নাত : পবিত্র কুরআনে জান্নাতের আটটি নাম এসেছে। যথা : (১) জান্নাত (বাক্বারাহ ৩৫; এটিই হ'ল সাধারণ নাম)। (২) নাঈম (মায়েদাহ ৬৫)। (৩) দারুস সালাম (আন'আম ১২৭)। (৪) 'আদন (তওবাহ ৭২)। (৫) ফেরদাউস (কাহফ ১০৭)। (৬) মাওয়া (সাজদাহ ১৯)। (৭) দারুল মুক্বামাহ (ফাত্বির ৩৫) এবং (৮) দারুল খুল্দ (হা-মীম সাজদাহ ২৮)। প্রত্যেক জান্নাতের একশ'টি করে স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মধ্যে দূরত্ব হ'ল আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। সর্বোচ্চ জান্নাতের নাম 'ফেরদাউস'। যার উপরে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ এবং যার নীচ দিয়ে জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত হয়। পানি, দুধ, শরাব ও মধু' (মুহাম্মাদ ১৫)। আল্লাহ্র নিকট সর্বদা জান্নাতুল ফেরদাউস চাইতে হবে।[২৮]

হাদীছে জান্নাতের আটটি দরজার কথা এসেছে।[২৯] যথা : (১) বাবুছ ছলাত (২) বাবুল জিহাদ (৩) বাবুছ ছদাক্বাহ (৪) বাবুর রাইয়ান।[৩০] এই চারটি নামে সকল বিদ্বান একমত। (৫) বাবুত তওবাহ (হাকেম হা/৩২২৫)। (৬) বাবুল আয়মান।[৩১] (৭) বাবুল কাযেমীনাল গায়েয (৮) বাবুর রা-যীন। 'রাইয়ান' হ'ল ছায়েমদের জন্য। 'কাযেমীনাল গায়েয' ক্রোধ দমনকারীদের জন্য। 'রা-যীন' সুখে-দুখে আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। 'আয়মান' সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসাকারীদের জন্য' (মিরক্বাত হা/১৮৯০-এর ব্যাখ্যা)।

জাহান্নাম : পবিত্র কুরআনে জাহান্নামের নয়টি নাম এসেছে। যথা : (১) 'নার' (বাক্বারাহ ২৪; এটিই জাহান্নামের সাধারণ নাম)। (২) জাহীম (বাক্বারাহ ১১৯)। (৩) জাহান্নাম (বাক্বারাহ ২০৬; এটিই সর্বাধিক পরিচিত নাম)। (৪) সা'ঈর (হজ্জ ৪৭)। (৫) সাক্বার (ক্বামার ৪৮)। (৬) লাযা (মা'আরিজ ১৫)। (৭) হা-ফেরাহ (নাযে'আ-ত ১০)। (৮) হা-ভিয়াহ (ক্বারে'আহ ৯)। (৯) হুত্বামাহ (হুমাযাহ ৪)।

জাহান্নামের দরজা সমূহ সাতটি (হিজর ৪৩-৪৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতের আটটি ও জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে'।[৩২] জাহান্নাম সমূহের দরজাগুলিকে নাম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যাদের প্রত্যেকটির আযাব স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকটি থেকে ৭০ গুণ বেশী'।[৩৩]

---

২৮. তিরমিযী হা/২৫৩০; মিশকাত হা/৫৬১৭ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায় 'জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

২৯. বুখারী হা/৩২৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৭ 'ছওম' অধ্যায়।

৩০. বুখারী হা/১৮৯৭; মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায়।

৩১. বুখারী হা/৪৭১২; মুসলিম হা/১৯৪; মিশকাত হা/৫৫৭৫ 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।

৩২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬৩, সনদ 'হাসান'।

৩৩. তাফসীর ইবনু আবী হাতেম হা/১২৩৯০; কুরতুবী, তাফসীর সূরা হিজর ৪৩-৪৪।

Contents

আমপারা অংশ (جزء عمّ)

সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্যান্য সূরা হ'তে অথবা নিম্নোক্ত সূরা সমূহ হ'তে প্রথম দু'রাক'আতে যেকোন দু'টি সূরা ক্রমানুযায়ী পাঠ করবে।-

১. সূরা যিলযাল (ভূমিকম্প) সূরা-৯৯, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۗ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۚ

উচ্চারণ : *(১) এযা ঝুলঝিলাতিল আরযু ঝিলঝা-লাহা (২) ওয়া আখ্‌রজাতিল আরযু আছক্ব-লাহা (৩) ওয়া ক্ব-লাল ইনসা-নু মা লাহা? (৪) ইয়াওমাইযিন তুহাদ্দিছু আখবা-রহা (৫) বেআন্না রব্বাকা আওহা লাহা (৬) ইয়াওমায়িযিইঁ ইয়াছদুরুন না-সু আশতা-তাল লেয়ুরাও আ'মা-লাহুম (৭) ফামাইঁ ইয়া'মাল মিছক্ব-লা যার্রতিন খয়রাইঁ ইয়ারহ (৮) ওয়ামাইঁ ইয়া'মাল মিছক্ব-লা যার্রতিন শার্রাইঁ ইয়ারহ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) যখন পৃথিবী তার (চূড়ান্ত) কম্পনে প্রকম্পিত হবে। (২) যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ উদ্গীরণ করবে। (৩) এবং মানুষ বলে উঠবে, এর কি হ'ল? (৪) সেদিন পৃথিবী (তার উপরে ঘটিত) সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (৫) কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানো যায়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।'

প্রথম ও দ্বিতীয় নিম্নরেখাটি ইখফা, তৃতীয়টি ওয়াজিব গুন্নাহ, চতুর্থটি ইদগামে বাগুন্নাহ, পঞ্চমটি ওয়াজিব গুন্নাহ, ষষ্ঠটি ইদগামে বেগুন্নাহ, সপ্তমটি ইদগামে বাগুন্নাহ, অষ্টমটি ইযহার, নবম ও দশমটি ইদগামে বাগুন্নাহ, একাদশটি ইখফা এবং দ্বাদশটি ইদগামে বাগুন্নাহ।

প্রশ্নমালা-১৭ : সূরা যিলযাল-এর মধ্যে ৩টি ইখফা, ২টি ওয়াজিব গুন্নাহ, ৫টি ইদগামে বাগুন্নাহ, ১টি ইদগামে বেগুন্নাহ ও ১টি ইযহারের শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি, ব্যাখ্যাসহ বল/লেখ।

২. সূরা 'আদিয়াত (উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহ) সূরা-১০০, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۗ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۚ

উচ্চারণ : *(১) ওয়াল ‘আ-দিইয়া-তে যবহা (২) ফালমূরিয়া-তে ক্বদহা (৩) ফালমুগীর-তে ছুবহা (৪) ফাআছারনা বিহী নাক্ব‘আ (৫) ফাওয়াসাত্বনা বিহী জাম‘আ (৬) ইন্নাল ইনসা-না লেরব্বিহী লাকানূদ (৭) ওয়া ইন্নাহূ ‘আলা যা-লিকা লাশাহীদ (৮) ওয়া ইন্নাহূ লেহুব্বিল খয়রে লাশাদীদ (৯) আফালা ইয়া‘লামু এযা বু‘ছিরা মা ফিল ক্বুবূর (১০) ওয়া হুছছিলা মা ফিছ ছুদূর (১১) ইন্না রব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল লাখাবীর।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের। (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরক অশ্বসমূহের। (৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্ব সমূহের (৪) যারা সে সময় ধূলি উৎক্ষেপণ করে। (৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই (তার কর্মের দ্বারা) এ বিষয়ে সাক্ষী। (৮) নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের মায়ায় অন্ধ। (৯) সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? (অর্থাৎ মানুষ) (১০) এবং বুকের মধ্যে যা লুকানো ছিল তা সব প্রকাশিত হবে। (১১) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের কি হবে, সে বিষয়ে সম্যক অবগত।

প্রথম নিম্নরেখাটি ওয়াজিব গুন্নাহ, দ্বিতীয়টি ইখফা, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমটি ওয়াজিব গুন্নাহ, ষষ্ঠটি ইখফা, সপ্তমটি ইযহার, অষ্টমটি ইদগামে বেগুন্নাহ।

প্রশ্নমালা-১৮ : সূরা ‘আদিয়াত-এর মধ্যে ৪টি ওয়াজিব গুন্নাহ, ২টি ইখফা, ১টি ইযহার ও ১টি ইদগামে বেগুন্নাহর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

৩. সূরা ক্ব-রে‘আহ (করাঘাতকারী) সূরা-১০১, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۱﴾

উচ্চারণ : *(১) আল ক্ব-রে‘আতু (২) মাল ক্ব-রে‘আহ (৩) ওয়া মা আদর-কা মাল ক্ব-রে‘আহ (৪) ইয়াওমা ইয়াকূনুন না-সু কাল ফার-শিল মাবছূছ (৫) ওয়া তাকূনুল জিবা-লু কাল ‘ইহ্‌নিল মানফূশ (৬) ফাআম্মা মান ছাক্বুলাত মাওয়া-ঝীনুহু (৭) ফাহুয়া ফী ‘ঈশাতির র-যিয়াহ (৮) ওয়া আম্মা মান খফফাত মাওয়া-ঝীনুহু (৯) ফাউম্মুহূ হা-ভিয়াহ (১০) ওয়া মা আদর-কা মা হিয়াহ (১১) না-রুণ হা-মিয়াহ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) করাঘাতকারী! (২) করাঘাতকারী কি? (৩) তুমি কি জানো, করাঘাতকারী কি? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত। (৬) অতঃপর যার (সৎকর্মের) ওযনের পাল্লা ভারি হবে, (৭) সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে। (৮) আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে ‘হাভিয়াহ’। (১০) তুমি কি জানো তা কি? (১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।

প্রথম নিম্নরেখাটি ওয়াজিব গুন্নাহ, দ্বিতীয় ইখফা, তৃতীয়টি ওয়াজিব গুন্নাহ, চতুর্থটি ইখফা, পঞ্চমটি ইদগামে বেগুন্নাহ, ষষ্ঠটি ওয়াজিব গুন্নাহ, সপ্তমটি ইযহার, অষ্টমটি ওয়াজিব গুন্নাহ এবং নবমটি ইযহার।

প্রশ্নমালা-১৯ : সূরা ক্ব-রে'আহ-এর মধ্যে ৪টি ওয়াজিব গুন্নাহ, ২টি ইখফা, ১টি ইদগামে বেগুন্নাহ ও ২টি ইযহারের শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

৪. সূরা তাকাছুর (অধিক পাওয়ার আকাংখা) সূরা-১০২, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

উচ্চারণ : *(১) আলহা-কুমুত তাকা-ছুর (২) হাত্তা যুরতুমুল মাক্ব-বির (৩) কাল্লা সাওফা তা'লামূনা (৪) ছুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামূন (৫) কাল্লা লাও তা'লামূনা 'ইলমাল ইয়াক্বীন (৬) লাতারাভুন্নাল জাহীম (৭) ছুম্মা লাতারাভুন্নাহা 'আয়নাল ইয়াক্বীন (৮) ছুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন 'আনিন না'ঈম।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও। (৩) কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। (৪) অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে (৫) কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। (৭) অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে। (৮) অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

প্রথম থেকে ষষ্ঠ নিম্নরেখা সমূহ ওয়াজিব গুন্নাহ, সপ্তমটি ইযহার এবং অষ্টমটি ওয়াজিব গুন্নাহ।

প্রশ্নমালা-২০ : সূরা তাকাছুর-এর মধ্যে ৭টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ১টি ইযহারের শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

৫. সূরা 'আছর (কাল) সূরা-১০৩, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

উচ্চারণ : *(১) ওয়াল 'আছ্র (২) ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্র (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া 'আমিলুছ ছ-লেহা-তে, ওয়া তাওয়া-ছও বিল হাকক্বি ওয়া তাওয়া-ছও বিছ্ ছব্র।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) কালের শপথ! (২) নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) তারা ব্যতীত, যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।

প্রশ্ন : (১) সূরা আছর-এর মধ্যে ১টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ১টি ইখফা-এর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ। (২) وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ -এর 'র' পোর না বারীক? ব্যাখ্যা কর।

ছালাত পরবর্তী যিকর সমূহ

(الأَذْكَارُ دُبُرَ الصَّلاَةِ)

(١) اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-

১. *আল্ল-হু আকবার (একবার সরবে)। আস্‌তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্‌ফিরুল্লা-হ, আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লা-হ (তিনবার)।* অর্থ : আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(٢) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ.

২. *আল্ল-হুম্মা আন্‌তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্‌কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌রা-ম।* অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় তুমি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক’। এটুকু পড়েই উঠে যেতে পারেন।

(٣) لَآ إِلَهَ إِلَّآ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ- اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

৩. *লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর; লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ* (উঁচুস্বরে)। *আল্ল-হুম্মা আ‘ইন্নী ‘আলা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুসনে ‘ইবা-দাতিকা। আল্ল-হুম্মা লা মা-নে‘আ লেমা আ‘ত্বয়তা অলা মু‘ত্বিয়া লেমা মানা‘তা অলা ইয়ান্‌ফা‘উ যাল জাদ্দে মিন্‌কাল জাদ্দু।*

অর্থ : নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত। যিনি এক, যার কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত’। ‘হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর’। ‘হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও, তা রোধ করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ কর, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না তোমার রহমত ব্যতীত’।

(٤) رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا-

৪. *রযীতু বিল্লা-হে রব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মে দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া।*

অর্থ: আমি সন্তুষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র উপর প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপর দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপর নবী হিসাবে’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই দো‘আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে’।

(٥) اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ-

Contents

৫. *আল্ল-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাহ, ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র* (৩ বার)। (অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও!)।

৬. *সুবহা-নাল্ল-হ* (৩৩ বার)। *আলহাম্দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্ল-হু আকবার* (৩৩ বার)। *অতঃপর লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বদীর* (১ বার)। অথবা *আল্ল-হু আকবার* (৩৪ বার)।

অর্থ : পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত; যিনি এক, যাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।[৩৪]

সবশেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।-

৭. আয়াতুল কুরসী :

(٧) اَللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ-

আল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ূম। লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে অমা ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইয্নিহ। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম অমা খালফাহুম, অলা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াঊদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতুটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। আর এ দু'য়ের তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশে কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত'।[৩৫] শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে'।[৩৬]

---

৩৪. মুসলিম হা/৫৯৬, ৫৯৭; মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'ছালাত পরবর্তী যিকর' অনুচ্ছেদ-১৮।
৩৫. নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪।

কবিতা

আল্লাহ আমার প্রভু

- কাজী নজরুল ইসলাম

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁর তারীফ জগৎময়
আমার কিসের শঙ্কা, কোরআন আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।
আমার নাহি নাহি ভয় ॥

উপদেশমালা

(স্বাস্থ্য বিষয়ক)

১. ঘুম জেগে টয়লেট সারো, মেসওয়াকসহ ওযূ কর।
২. বাসি মুখে ভরপেট পানি, এটাই তোমার সোনার খণি।
৩. পেট ভরে আগে পানি খাও, পরে আধাপেটা খানা খাও।
৪. প্লেট চাটো খানা শেষে, এতেই জেনো বরকত আছে।
৫. যতবার টয়লেট ততবার ওযূ, পায়খানা শেষে ভুলো না কভু।
৬. দৈনিক হালকা ব্যায়াম কর, নিজের স্বাস্থ্য নিজে গড়ো।
৭. দুপুরে খেয়ে একটু শোও, রাতে খেয়ে কিছু হাঁটো।
৮. যত বার হাঁচি তত গ্লাস পানি, ভুলো না কভু সোনামণি।
৯. স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল, আবেগে যেন করো না ভুল।
১০. সুন্নাত মেনে স্বাস্থ্য গড়, নেকীর কাজে এগিয়ে চল।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى
ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

৩৬. বুখারী হা/৩২৭৫; মিশকাত হা/২১২৩। দো'আটি ইবলীস তাকে পাকড়াওকারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে শিখিয়ে দিয়ে মুক্তি পেয়েছিল (ঐ)।